সবুজ উদ্যোক্তাদের
প্রাথমিক ডিজিটাল স্বাক্ষরতা
প্রশিক্ষণ মডিউল

স্বপ্ন

স্ট্রেংদেনিং উইমেন্স এবিলিটি ফর প্রডাক্টিভ নিউ অপরচুনিটিস প্রকল্প

স্থানীয় সরকার বিভাগ

Sweden Sverige

marico
make a difference

UNDP
Empowered lives.
Resilient nations.

সবুজ উদ্যোক্তাদের

প্রাথমিক ডিজিটাল স্বাক্ষরতা

প্রশিক্ষণ মডিউল

মেয়াদকাল ঃ ০১ দিন

প্রস্তুতকরণ ঃ

স্বপ্ন

স্থানীয় সরকার বিভাগ

ইউএনডিপি বাংলাদেশ

সহযোগিতায় ঃ

ইউএনডিপি বাংলাদেশ

প্রশিক্ষণ সূচি

সময়কাল ঃ ০১ দিন

সেশনের সময় ঃ সকাল ৯.০০ টা - বিকাল ৫.০০ টা

ক্রমিক নং	বিষয়	সময়	পৃষ্ঠা নং
০১	**অধিবেশন ১ - পরিচিতি পর্ব ও প্রশিক্ষণ উদ্বোধন**	১৫ মিনিট	০১
০২	**অধিবেশন ২ - ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প, সবুজ ব্যবসার পরিচিতি ও ডিজিটাল স্বাক্ষরতা** ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প সবুজ ব্যবসা পরিচিতি ডিজিটাল স্বাক্ষরতা উদ্যোক্তদের জন্য ডিজিটাল স্বাক্ষরতার গুরুত্ব	৩০ মিনিট	০৩
০৩	**অধিবেশন ৩ - স্মার্টফোনের সাথে পরিচিতি** স্মার্ট ফোনের টাচস্ক্রিন, মৌলিক অংশ এবং আইকন পরিচিতি ফোন চার্জ ও কন্টাক্ট যোগ করা কল, ম্যাসেজ এবং অ্যালার্ম সেট আপ টপ নেভিগেশন ট্যাপ ও সেটিংস মোবাইল লক (পাসকোড, প্যাটার্ন, ফেস লক) ভাষা পরিবর্তন (ফোন ও কীবোর্ড) ব্লুটুথ সংযোগ, ওয়াইফাই ও ডাটা নেটওয়ার্কে ফোন সংযোগ ক্যামেরার ব্যবহার (ফটোগ্রাফি এবং ভিডিওগ্রাফি) ইমেল অ্যাকাউন্ট যোগ প্লে স্টোর থেকে অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করা ফোন থেকে অ্যাপ্লিকেশন মুছে ফেলা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা	১ ঘন্টা ৩০ মিনিট	০৭
	বিরতি	৩০ মিনিট	
০৪	**অধিবেশন ৪ - আনন্দমেলা ব্যবহার বিধি** ব্রাউজার পরিচিতি (সার্চ ইঞ্জিন পরিচিতি) ও তথ্য অনুসন্ধান অনলাইন মার্কেটপ্লেস ও আনন্দমেলা পরিচিতি আনন্দমেলায় নিবন্ধন ও আনন্দমেলা সেলার প্রোফাইল আপডেট আনন্দমেলার ক্যাম্পেইনে প্রোডাক্ট আপলোড পদ্ধতি আনন্দমেলা অর্ডার প্রসেসিং ও পার্সেল বুকিং ইমেজ রিসাইজ অনলাইন টুলের সাথে পরিচয়	২ ঘন্টা	২৫

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	সময়	পৃষ্ঠা নং
	বিরতি	১ ঘন্টা	
০৫	**অধিবেশন ৫ - ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ** কমিউনিকেশন অ্যাপ পরিচিতি সামাজিক মাধ্যমে (ফেসবুকে, হোয়াটসঅ্যাপ) গ্রুপ তৈরি সোশ্যাল মিডিয়া (মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ) ব্যবহার করে ফাইল, ছবি বা পরিচিতি শেয়ার	৪৫ মিনিট	৩১
০৬	**অধিবেশন ৬ - ডিজিটাল নিরাপত্তা** ইন্টারনেট ব্যবহারে সতর্কতা এবং বর্জনীয় বিষয় সমূহ ডিজিটাল পরিমণ্ডলে নিজের পদচিহ্ন বা ফুটপ্রিন্টের ব্যাপারে সচেতন থাকার গুরুত্ব অ্যাকাউন্ট তৈরি ও লগইন ক্ষেত্রে সতর্কতাবাণী ও পাসওয়ার্ড নির্বাচন বিদ্যমান আইনানুসারে অনলাইনে ক্ষতির শিকার হলে করণীয়	৪৫ মিনিট	৩৪
	বিরতি	৩০ মিনিট	
০৭	**অধিবেশন ৭ - প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন এবং পরিসমাপ্তি**	১৫ মিনিট	৪২

অধিবেশন ১ - পরিচিতি পর্ব ও প্রশিক্ষণ উদ্বোধন

উদ্দেশ্য ঃ

এই অধিবেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা -

১। নিজেদের সাথে পরিচিতি লাভ করবেন

২। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন

সময় ঃ ১৫ মিনিট

পদ্ধতি ঃ নিজ উপস্থাপনা ও আলোচনা

প্রশিক্ষণ উপকরণ ঃ কলম, ল্যাপটপ/কম্পিউটার, সাদা ডিসপ্লে পর্দা, উদ্দেশ্য লেখা পোস্টার ও প্রশিক্ষন নীতিমালা

আলোচনার বিষয়	পদ্ধতি
উদ্বোধন	উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানান। ছোট আলোচনার মাধ্যমে সকলের পরিচয় জানুন, তারা কে কোন জায়গা থেকে এসেছেন, কি ধরনের ব্যবসা করেন, তাদের বিক্রিত পণ্য সম্পর্কে আলোচনা করবেন এবং এরপর প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করবেন।
প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য	উদ্বোধন শেষে প্রশিক্ষক দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য গুলো উপস্থাপন করবেন এবং তা অর্জনের জন্য সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ কামনা করবেন। এই প্রশিক্ষণে আমরা কি বিষয়ে জানতে পারবো এবং এই গুলো তাদের ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে কি উপকারে লাগতে পারে তা আলোচনা করবেন। অংশগ্রহণকারীদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, ধারন ক্ষমতা ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে আঞ্চলিকতা অনুসরণে খুব সহজে বোঝা যায় এ ভাবে আলোচনা করবেন। এ আলোচনার শুরুতে খেয়াল রাখতে হবে যে প্রশিক্ষণ পরিবেশটি যেন আনুষ্ঠানিক ও অংশগ্রহনমূলক হয়, যাতে প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া অনুসরণ হয় ও সাবলীল হয়। এজন্য প্রশিক্ষণ চলাকালীন কী কী নিয়ম সকলে মেনে চলবেন তা আলোচনা করবেন। প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রজেক্টরে দেখিয়ে তাদের করনীয় গুলো আলোচনা করবেন।

সহায়িকা-১

পরিচিতি ও প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

১। নাম নথিভূক্তকরণ ও বসার ব্যবস্থাপনা ঃ প্রশিক্ষণের শুরুতেই প্রশিক্ষণার্থীদের নির্ধারিত ফরম ব্যবহার করে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে এবং আসন গ্রহণ করতে বলুন। বসার ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই ঠিক করে রাখুন। সামনের টেবিলে ল্যপটপ বা কম্পিউটার থাকবে, তার সাথে প্রজেক্টর সংযুক্ত থাকবে। প্রজেক্টর এবং সাদা ডিসপ্লে পর্দা পূর্বেই যথাযথ ভাবে সংযুক্ত করে রাখা আবশ্যকীয়।

২। উদ্বোধনী ঃ সেশনের শুরুতে অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানান। কুশলাদি বিনিময় করুন, শিখন উপযোগী পরিবেশ তৈরী করুন।

৩। পরিচিতি ঃ যে কোন খেলার মাধ্যমে পরিচিতি করালে প্রশিক্ষণার্থীরা পরস্পরের কাছে সহজ হবেন এবং আলোচনা করার সময় স্বাচ্ছন্দ বোধ করবেন। তাই -

ক) জোড় পদ্ধতিতে ৫ মিনিট নিজেদের মধ্যে আলোচনা করার সুযোগ দিতে পারেন। আলোচনা শেষে প্রতিটি জোড় দলের একজন অপরজনকে পরিচিত করিয়ে দিবেন। পরিচয়ের সময় সাথীর শুণাবলী বর্ণনা করতে উৎসাহিত করুন। অথবা -

খ) প্রশিক্ষণার্থীদের ৪-৫ দলে ভাগ করে দিতে পারেন। ছোট দলে বিভক্ত হবার পর প্রত্যেক দল একজন করে দলনেতা নির্বাচন করবেন এবং নিজেদের মধ্যে পরিচিত হবেন। পরে দলনেতা তা দলের সদস্যদের বড়দলের সকল সদস্যদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিবেন।

৪। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ঃ

- সার্বিক জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে মোবাইলের সঠিক ব্যবহার এবং করণীয় সমূহ জানতে ও বুঝতে পারবেন।
- সবুজ ব্যবসায় নিয়োজিত উদ্যোক্তাদের ব্যবসা পরিচালনা জন্য মোবাইলের ব্যবহারের শিখতে পারবেন।
- অনলাইন মার্কেটপ্লেস আনন্দমেলায় পণ্য লিপিবদ্ধ ও বিক্রয় করতে পারবেন।
- অনলাইনে কিভাবে নিজেকে সুরক্ষিত রাখা যায় সে সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজেদের উদ্যোগকে তুলে ধারা এবং পরিচালনা শিখতে পারবেন।
- আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম/ব্যবসা হাতে নেয়া ও একজন সফল ব্যবসায়ী হিসাবে নিজেকে তৈরি করার জন্য আত্মবিশ্বাসী হবেন।

৫। মডিউলের আলোচ্য বিষয়সমূহ ঃ

(ক) ডিজিটাল স্বাক্ষরতা
(খ) স্মার্টফোনের সাথে পরিচিতি
(গ) ব্যক্তিগত দক্ষতা
(ঘ) যোগাযোগ দক্ষতা
(ঙ) ডিজিটাল নিরাপত্তা

৬। প্রশিক্ষণ নীতিমালা ঃ

(ক) একজন কথা বলতে শুরু করলে তার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য কেউ কথা শুরু করব না।
(খ) আলোচনা সংক্ষেপ করব এবং আলাচনা বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখব।
(গ) প্রশিক্ষণ বিষয়বস্তুর বাহিরে আলোচনা করে সময় নষ্ট করব না।
(ঘ) একে অন্যকে ছোট করার বা অপমান করার চেষ্টা করব না।
(ঙ) একান্ত প্রয়োজন ছাড়া প্রশিক্ষণ কক্ষের বাহিরে কেউ যাব না।
(চ) প্রশিক্ষণ সামগ্রি অহেতুক নড়াচড়া করব না।

অধিবেশন ২ - ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প, সবুজ ব্যবসার পরিচিতি ও ডিজিটাল স্বাক্ষরতা

উদ্দেশ্য ঃ

এই অধিবেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা -

১। ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প, সবুজ ব্যবসা এবং ডিজিটাল স্বাক্ষরতার সাথে পরিচিতি লাভ করবেন

২। সবুজ ব্যবসার গুরুত্ব এবং এর সাথে ডিজিটাল স্বাক্ষরতার গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন

সময় ঃ ৩০ মিনিট

পদ্ধতি ঃ আলোচনা, প্রশ্নউত্তর এবং ল্যাপটপ বা কম্পিউটারের সাথে প্রজেক্টরের মাধ্যমে স্লাইড প্রদর্শন

প্রশিক্ষণ উপকরণ ঃ ল্যাপটপ বা কম্পিউটার, প্রজেক্টর, সাদা ডিসপ্লে পর্দা, সাদা বোর্ড, মার্কার ও মোবাইল ফোন

আলোচনার বিষয়	পদ্ধতি
স্বাগতম	ধাপ - ১ অংশগ্রহনকারীদের বলুন - আজকের প্রশিক্ষণটি আমাদের সকলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই পর্বে আমরা বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা ও তার আয়-ব্যয় সম্পর্কে আলোচনা করব।
ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প	এবার ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প সম্পর্কে অংশগ্রহনকারীদের জিজ্ঞাসা করুন। তাদের আশেপাশে এধরনের কি কি শিল্প গড়ে উঠেছে সেগুলির কথা জানুন। এবার অংশগ্রহণকারীদের সামনে উপস্থাপন করুন - **'কুটির শিল্প'** (Cottage Industry) বলতে পরিবারের সদস্যদের প্রাধান্যভুক্ত সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতীত স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকার নীচে এবং যা পারিবারিক সদস্যসহ অন্যান্য সদস্য সমন্বয়ে গঠিত এবং সর্বোচ্চ জনবল ১৫ এর অধিক নয়। প্রশিক্ষাণার্থীদের কিছু সময় আলোচনার সুযোগ দিন। তাদের কয়েকটি কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও তাদের কর্মকান্ড উদাহরণ সহকারে আলোচনা করুন। আলোচনার সুবিধার জন্য নীচে কিছু কুঠির শিল্পের উদাহরণ দেওয়া হলো - গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি পালন, সবজি চাষ, সেলাই, বিউটি পার্লার, ব্লকবাটিক ও নকশীকাঁথার কাজ, পিঠার দোকান, কেঁচো সার উৎপাদন ইত্যাদি। **'মাইক্রো শিল্প'** (Micro Industry) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিত স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকা থেকে ৭৫ লক্ষ টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১৬-৩০ জন বা তার চেয়ে কম সংখ্যক শ্রমিক কাজ করে। প্রশিক্ষাণার্থীদের কিছু সময় আলোচনার সুযোগ দিন। তাদের কয়েকটি মাইক্রো শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও তাদের কর্মকান্ড উদাহরন সহকারে আলোচনা করুন।

আলোচনার বিষয়	পদ্ধতি
	'ক্ষুদ্র শিল্প' (Small Industry) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৭৫ লক্ষ টাকা থেকে ১৫ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৩১-১২০ জন শ্রমিক কাজ করে। প্রশিক্ষানার্থীদের কিছুসময় আলোচনার সুযোগ দিন। তাদের কয়েকটি ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও তাদের কর্মকান্ড উদাহরণ সহকারে আলোচনা করুন। **'মাঝারি শিল্প'** (Medium Industry) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১৫ কোটি টাকার অধিক এবং অনধিক ৫০ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১২১-৩০০ জন শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। তবে তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠান/শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মাঝারি শিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা সর্বোচ্চ ১০০০ জন। কয়েকটি মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও তাদের কর্মকান্ড উদাহরন সহকারে আলোচনা করুন। প্রশিক্ষাণার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন তাদের ব্যবসা পূর্বের আলোচনার ভিত্তিতে কোন শিল্পের মধ্য পড়ে। তাদের কিছু সময় আলোচনার সুযোগ দিন। উত্তরগুলো শুনুন এবং তাদের উদ্যোগ গুলো কোন শিল্পের মধ্যে পড়ে তা জানিয়ে ও বুঝিয়ে দিন।
সবুজ ব্যবসা কি? এর গুরুত্ব	ধাপ - ২ অংশগ্রহনকারীদের গ্রীন বিজনেস বা সবুজ ব্যবসা সম্পর্কে কোন ধারনা আছে কি না জানতে প্রশ্ন করুন। উত্তরগুলি সাদা বোর্ডে লিপিবদ্ধ করুন। এবার উপস্থাপনা করুন - **সবুজ ব্যবসা** - গ্রিন বিজনেস বা সবুজ ব্যবসা হলো এমন একটি টেকসই এবং পরিবেশবান্ধব ব্যবসা, যা সমাজ, অর্থনীতি এবং পরিবেশের উপর খুব বেশি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে না, বরং ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটিয়ে এগুলোর দীর্ঘস্থায়ী সমৃদ্ধিতে অবদান রাখে। সবুজ ব্যবসায়ের লক্ষ্য সর্বনিম্ন সম্পদের ব্যবহার করে, সম্পদের যথাসম্ভব অপচয় কমিয়ে বর্তমানের চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করা যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সম্পদের ঘাটতির সম্মুখীন হতে না হয়। তাই সবুজ ব্যবসা যতটা সম্ভব পুনর্ব্যবহারযোগ্য এবং নবায়নযোগ্য সম্পদ ও শক্তির ব্যবহার করে থাকে। সবুজ ব্যবসা একটি চক্রাকার প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে কাঁচামাল সংগ্রহ থেকে শুরু করে, উৎপাদন, বিপণন, সরবরাহ এবং ক্রেতার কাছে পৌঁছানোর পর ব্যবহার শেষ হলে সঠিক উপায়ে আবার রিসাইকল বা রিইউজের সুযোগ তৈরির চেষ্টা করতে হবে। সবুজ ব্যবসায়ে উৎপাদিত বর্জ্যও পরিবেশ বান্ধব উপায়ে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকবে, বর্জ্যকেও রিসাইকেলের মাধ্যমে আবার কাজে লাগানোর চেষ্টা করতে হবে পণ্যের কাঁচামাল হিসেবে পুনর্ব্যবহার করে বা শক্তি উৎপাদনের মাধ্যমে।

আলোচনার বিষয়	পদ্ধতি
	সবুজ ব্যবসায়ের পুরো প্রক্রিয়ায় যেন পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কার্বন এবং গ্রিন হাউজ গ্যাসের নিঃসরণ কম হয় সেদিকে চেষ্টা করে যেতে হবে। সবুজ ব্যবসা একটি টেকসই ব্যবসা পদ্ধতি, যা প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের জন্য কাজের সুযোগ তৈরি করে, সবুজ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে স্থানীয় সমাজ এবং অর্থনীতির স্থায়ী সমৃদ্ধিতে অবদান রাখে। এর মাধ্যমে স্থানীয় মানব সম্পদের শ্রম এবং দক্ষতাকে কাজে লাগানোর সুযোগ তৈরি হবে, স্থানীয় সব সম্পদের অপচয় রোধ করা সম্ভব হবে। যদিও যে কোনো ব্যবসার মূল উদ্দেশ্যই থাকে মুনাফা অর্জন করা, কিন্তু সবুজ ব্যবসা মানুষ এবং পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধতার চিন্তা করে ব্যবসা করে, মানবাধিকার, সামাজিক দায়িত্ব কর্তব্য এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার প্রতি লক্ষ্য রেখে কাজ করে, যা একে অর্থনৈতিক ভাবেও লাভবান করে।
ডিজিটাল স্বাক্ষরতা কি?	ধাপ - ২ অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করুন স্বাক্ষরতা সম্পর্কে ধারনা আছে কি না। উত্তরগুলি সাদা বোর্ডে লিপিবদ্ধ করুন। এবার উপস্থপনা করুন - **ডিজিটাল স্বাক্ষরতা** - আগে জানতে হবে স্বাক্ষরতা বলতে কী বোঝায়? স্বাক্ষরতা বলতে সাধারণত অক্ষরজ্ঞান সম্পন্নতা বোঝায়। বাংলাদেশের ষাটের দশকে স্বাক্ষরতা বলতে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্নতার পাশাপাশি হিসাব-নিকাশের যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষই স্বাক্ষর মানুষ হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। আশির দশকে লেখাপড়া, হিসাব-নিকাশের পাশাপাশি সচেতনতা ও দৃশ্যমান বস্তুসামগ্রী পঠনের ক্ষমতা স্বাক্ষরতা দক্ষতা হিসেবে ধরা হয়েছিল। স্বাক্ষরতা বিষয়টি একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বাক্ষরতা দক্ষতাগুলো কাজে লাগানো শিখতে হবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম চালানোর ক্ষেত্রে ডিজিটাল স্বাক্ষরতা সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানাতে হবে। কোন কোন বিষয়গুলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া উচিত নয়, তা জানা; ছবি, ভিডিও ও কনটেন্ট সম্পর্কে মানসম্মত ধারণাও ডিজিটাল স্বাক্ষরতা। ডিজিটাল স্বাক্ষরতা হল তথ্য অনুসন্ধান, মূল্যায়ন, তৈরি এবং যোগাযোগের জন্য তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করার ক্ষমতা, যার জন্য মোবাইল এবং প্রযুক্তিগত উভয় দক্ষতার প্রয়োজন হয়। উপরের আলোচনা সম্পন্ন হলে প্রশিক্ষানার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন ডিজিটাল স্বাক্ষরতা সম্পর্কে কতটুকু জানে। তাদের মধ্যে কতজনের মোবাইল ব্যবহারের অভিজ্ঞতা আছে, কতজন টাচস্ক্রিন মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারে, টাচস্ক্রিন মোবাইল ফোন ব্যবহার করে কি কি কাজ করে থাকে সেগুলি সংক্ষেপে জানাতে বলুন। আলোচনা ও বোঝার সুবিধার্থে প্রয়োজনে আলোচিত বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করবেন। আলোচ্য বিষয়ের উপর বাস্তব ধারণা দিতে, সম্ভব হলে মাঝে মাঝে প্রশিক্ষাণার্থীদের মোবাইল ব্যবহার করে বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করবেন।

আলোচনার বিষয়	পদ্ধতি
উদ্যোক্তাদের জন্য ডিজিটাল স্বাক্ষরতার গুরুত্ব	প্রযুক্তি ও তথ্যের উন্নয়ন বর্তমান প্রজন্মকে ডিজিটাল স্বাক্ষরতার জগতে নিয়ে এসেছে। এসএমই দ্বারা ই-কমার্সের ব্যবহার ডিজিটাল স্বাক্ষরতার অংশ। এসএমই-এর ই-কমার্স ব্যবহারে সীমাবদ্ধতার মধ্যে রয়েছে, তথ্য প্রযুক্তি বোঝার অভাব, ইন্টারনেট ব্যবহারের উচ্চ মূল্য, ক্রেতাদের অভিযোগের কারণ যেমন, পণ্যগুলি আসলটির সাথে মেলে না এবং আরও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে ডিজিটাল স্বাক্ষরতা হল যোগাযোগ, বিপণন, বর্তমান যুগের চাহিদা পণ্য ও পরিসেবার জন্য মিডিয়া ও ইন্টারনেট ব্যবহার করতে সক্ষম হওয়া। বর্তমান কালে মানুষ বেশিরভাগ সময় স্মার্টফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করায় সোশ্যাল মিডিয়া আজকের উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়ের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মোবাইলের কারনে বিভিন্ন অনলাইন মার্কেটপ্লেসে ব্যবসা প্রসারিত করা এবং পণ্য বিক্রয় করা খুব সহজ। উদ্যোক্তাদের পণ্য গুলো পরিচিত করার জন্য সোস্যাল মিডিয়া, বিভিন্ন গ্রুপ, ট্রেন্ডিং বিষয় এবং বর্তমান বাজার চাহিদা জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন অনলাইন মার্কেটপ্লেসে এই ধরনের উদ্যোক্তাগন নিজেদের অনলাইন দোকান তৈরি করার মাধ্যমে দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন ক্রেতার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন এবং তাদের পণ্য গুলো বিশ্ববাজারে নিয়ে যেতে পারেন।

অধিবেশন ৩ - স্মার্টফোনের সাথে পরিচিতি

উদ্দেশ্য ঃ

এই অধিবেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা -

১। স্মার্টফোনের সাথে পরিচিতি লাভ করবেন

২। টাচস্ক্রিন, স্মার্টফোনের বিভিন্ন অংশ এবং আইকন গুলো ও তাদের কাজ সমন্ধে জানতে পারবেন

সময় ঃ ৯০ মিনিট বা ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি ঃ আলোচনা, প্রশ্ন-উত্তর এবং স্মার্টফোন, ল্যাপটপ বা কম্পিউটারের সাথে প্রজেক্টরের মাধ্যমে স্লাইড প্রদর্শন

প্রশিক্ষণ উপকরণ ঃ স্মার্টফোন, ল্যাপটপ বা কম্পিউটার, প্রজেক্টর, সাদা ডিসপ্লে পর্দা, সাদা বোর্ড, মার্কার

আলোচনার বিষয়	পদ্ধতি
স্মার্টফোনের সাথে পরিচিতি	ধাপ - ১ অংশগ্রহনকারীদের মধ্যে কতজনের মোবাইল ব্যবহারের অভিজ্ঞতা আছে, কতজন টাচস্ক্রিন মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারে, টাচস্ক্রিন মোবাইল ফোন ব্যবহার করে কি কি কাজ করে থাকে সেগুলি সংক্ষেপে জানুন। এবার বলুন - মোবাইল সঠিক ভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম সহজ ভাবে পরিচালনা করতে শেখা আমাদের এই অধিবেশনের মূল উদ্দেশ্য। অধিবেশনের এই পর্বে আমরা টাচস্ক্রিন মোবাইলের সাথে পরিচিতি লাভ করব। মোবাইলের বিভিন্ন অংশ ও তাদের কাজ জানতে পারব। এই অধিবেশনে মোবাইলের বিভিন্ন অংশ বর্ণনা করার জন্য আমরা মোবাইল ফোন ও ল্যাপটপ বা কম্পিউটার এবং তার সাথে যুক্ত প্রজেক্টরের মাধ্যমে সাদা ডিসপ্লে পর্দাতে বিভিন্ন স্লাইড প্রদর্শনের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করব।
টাচস্ক্রিন	**টাচস্ক্রিন** (Touchscreen) হলো ইলেকট্রনিক ভিজুয়্যাল ডিসপ্লে যা ডিসপ্লে এরিয়ায় উপস্থিতি সনাক্ত করতে পারে। সাধারণভাবে হাতের আঙ্গুল অথবা বিশেষ কলম (স্টাইলাস) দিয়ে টাচ বা স্পর্শ করা হয়। কম্পিউটার, ট্যাব, স্মার্ট মোবাইল ফোনে টাচস্ক্রিন থাকে। টাচস্ক্রিনে টাচ করে দ্রুত ডেটা ইনপুট করা যায় ও বিভিন্ন নির্দেশনা দেয়া যায়। এতে মাউসের মাধ্যমে ক্লিক করে অথবা বাটন বা টাচপ্যাডের মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি স্ক্রিনে টাচ করে কাজ করা যায়। টাচস্ক্রিন

আলোচনার বিষয়	পদ্ধতি
হোমস্ক্রিন	**হোমস্ক্রিন** ডিসপ্লে একটি মোবাইল ফোন বা স্মার্টফোনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ। একটি হোমস্ক্রিন বা স্টার্টস্ক্রিন, একটি ডিভাইস বা কম্পিউটার প্রোগ্রামের প্রধান স্ক্রিন। হোমস্ক্রিন গুলো অভিন্ন নয় কারণ ব্যবহারকারীরা তাদের খুশি মত আইকনগুলিকে সাজাতে পারেন, এবং হোমস্ক্রিন প্রায়শই মোবাইল অপারেটিং সিস্টেমে আলাদা হয়ে থাকে। প্রায় প্রতিটি স্মার্টফোনে হোমস্ক্রিন কিছু অংশ থাকে, যা সাধারণত অ্যাপ্লিকেশন, সেটিংস এবং বিজ্ঞপ্তিগুলোর লিঙ্ক প্রদর্শন করে।
ফোন এবং অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে স্ক্রোল করা	**ফোন এবং অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে স্ক্রোল করা** একটি স্মার্টফোনে অনেকগুলো পূর্বে ইনস্টল করা অ্যাপ রয়েছে যা আপনাকে ফোনে বিভিন্ন কাজ করতে সাহায্য করে। এগুলি ব্যবহার করার জন্য আপনাকে যে অ্যাপটি ব্যবহার করতে চান তাতে স্পর্শ বা ট্যাপ করতে হবে। সমস্ত অ্যাপ হোমস্ক্রিনে একসাথে সংগঠিত করা যেতে পারে। যেকোনো সময় হোমস্ক্রিনে ফিরে যেতে হোম বোতাম টিপুন। শুধুমাত্র একটি স্ক্রিনে ফিট করার জন্য অনেকগুলি অ্যাপ থাকবে, তাই ফোনের সমস্ত অ্যাপ দেখতে আপনাকে অ্যাপগুলির পরবর্তী পৃষ্ঠায় স্ক্রোল করতে হবে। ভুলে যাবেন না যে আপনি হোমস্ক্রিনে ফিরে যেতে যে কোনো সময় হোম বোতাম টিপতে পারেন।
স্মার্টফোনের বিভিন্ন অংশের পরিচিতি	**স্মার্টফোনের বিভিন্ন অংশের পরিচিতি ঃ** এই পর্বে একটি সমসাময়িক স্মার্টফোন এবং ল্যাপটপ বা কম্পিউটারের স্লাইডের মাধ্যমে স্মার্টফোনের বিভিন্ন অংশের পরিচিতি এবং তাদের কাজগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করতে হবে। নিম্নে স্মার্ট ফোনের বিভিন্ন অংশের নামগুলি উল্লেখ করা হইল - • নেটওয়ার্ক অপারেটর • ওয়াইফাই ইন্ডিকেটর • চার্জ ইন্ডিকেটর • সামনের ক্যামেরা • ভলিউম বাটন • লক/পাওয়ার বাটন • হোম বাটন • ব্যাক বাটন • বিভিন্ন আইকন পরিচিতি স্মার্টফোনের বিভিন্ন অংশ আলোচনা করার সময় প্রশিক্ষনার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহন আবশ্যক। ফোনের প্রতিটি অংশ বর্ননা করার পূর্বে প্রশিক্ষনার্থীদের কাছে সেই অংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন এবং বলতে পারলে তাকে আরও বলার জন্য উৎসাহিত করুন। এসময় পুরস্কার হিসাবে কোন কিছু প্রশিক্ষনার্থীদের প্রদান করলে তারা বলার জন্য আরও উৎসাহিত হবে এবং এই প্রক্রিয়ায় দ্রুত শিখতে পারবে। মোবাইলের বিভিন্ন আইকন

আলোচনার বিষয়	পদ্ধতি
ফোন চার্জ ও কন্টাক্ট যোগ	**ফোন চার্জ ও কন্টাক্ট যোগ ঃ** এই পর্বে একটি সমসাময়িক স্মার্টফোন এবং স্লাইডের মাধ্যমে স্মার্টফোনের চার্জার সংযোগ করা হয় এই সকল বিষয়ে আলোচনা করা হবে। তাদের বলুন - সেল ফোনে সীমাহীন ব্যাটারি নেই যা এটিকে সপ্তাহ কিংবা বছর ধরে সচল রাখবে। আপনি যদি সম্পূর্ণ দিন অথবা বেশ কিছু সময় আপনার ফোন ব্যবহার করেন, তাহলে এটি ব্যবহার করার পরে চার্জ করতে হবে। আপনার ফোনের ব্যাটারি চেক করুন। যদি ফোনে চার্জ চারটি বা তিনটি বার থাকে তবে ফোনটি চার্জ করার দরকার নেই। কিন্তু যদি ফোনে চার্জ দুইটি বা একটি বারে নেমে যায় অথবা বন্ধ হয়ে যায়, তবে এটি চার্জ করা দরকার। আপনার চার্জারটি একটি সকেটে যুক্ত করুন এবং ছোট অংশটি আপনার ফোনে ঢোকান। কয়েক ঘন্টার জন্য আপনার ফোন চার্জ করতে রেখে দিন। এইভাবে সহজে আপনার স্মার্টফোনটি চার্জ হবে। 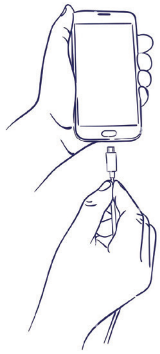 অংশগ্রহনকারীদের জিজ্ঞাসা করুন, ফোন কি সারা রাত চার্জ করা উচিত? তাদের মতামত লিপিবদ্ধ করুন এবং জানান - একটি গবেষণার হিসাবে, সকালে পুরো ব্যাটারি নিয়ে ঘুম থেকে ওঠার সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এড়িয়ে যাওয়াই ভাল। কারন এতে ফোনের ব্যবটারীর উপর প্রচুর চাপ পড়ে এবং ব্যাটারী খুব দ্রুত নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।
ফোনে কন্টাক্ট নম্বর যোগ করা	**ফোনে কন্টাক্ট নম্বর যোগ করা ঃ** এই পর্বে মোবাইল ফোনে কন্টাক্ট নম্বর যোগ করা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। প্রশিক্ষাণার্থীদের মধ্যে কত জন কন্টাক্ট নম্বর যোগ করতে পারে জিজ্ঞাসা করুন। তাদের মধ্যে থেকে একজনকে আপনার কন্টাক্ট নম্বর যোগ করে দেখাতে বলুন। তারপর একটি মোবাইল ফোন ও স্লাইডের মাধ্যমে সম্পুর্ন প্রক্রিয়াটি নিম্নে লিখিত ভাবে আলোচনা করুন - ফোন অ্যাপ ব্যবহার করে কন্টাক্ট যোগ করা: ধাপ ১: ফোনে কন্টাক্ট অ্যাপ চালু করুন, নীচে ডানদিকে ডায়াল-প্যাড বাবলটি আলতো চাপুন এবং আপনি যে নম্বরটি সংরক্ষণ করতে চান তা টাইপ করুন।

আলোচনার বিষয়	পদ্ধতি
ফোন চার্জ ও কন্টাক্ট যোগ	ধাপ ২: নতুন পরিচিতি তৈরি করুন-এ আলতো চাপুন, প্রাসঙ্গিক বাক্সে যাকে কন্টাক্টে যোগ করবেন তার নাম লিখুন এবং সংরক্ষণ করুন-এ আলতো চাপুন এবং কন্টাক্টটি আপনার ফোনে সংরক্ষিত হয়ে গেল। 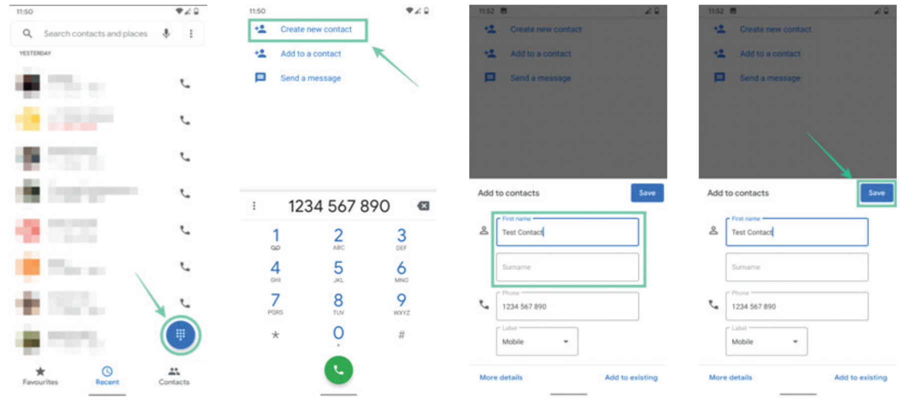 ১ম ধাপ ২য় ধাপ ৩য় ধাপ ৪র্থ ধাপ কন্টাক্ট অ্যাপ ব্যবহার করে: ধাপ ১: ডিভাইসে কন্টাক্ট অ্যাপটি খুলুন এবং নীচে ডানদিকে '+' বুদ্বুদে আলতো চাপুন। ধাপ ২: আপনার পছন্দ অনুযায়ী ফোন নম্বর, নাম, ইমেল ঠিকানা এবং অন্যান্য বিশদ তাদের নিজ নিজ বাক্সে লিখুন এবং হয়ে গেলে, সংরক্ষণে আলতো চাপুন। 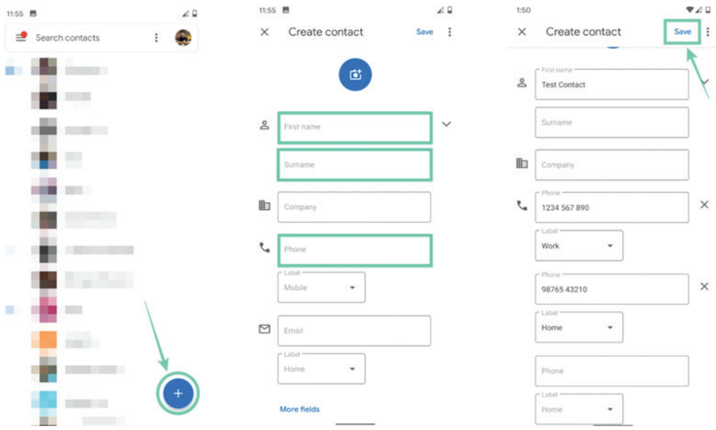 ১ম ধাপ ২য় ধাপ ৩য় ধাপ এরপর কেবলমাত্র সংরক্ষিত কন্টাক্টটি পুনরায় বাহির করার জন্য কন্টাক্ট অ্যাপটি চালু করুন এবং সার্চ বক্স ব্যবহার করে কন্টাক্টটি বাহির করে দেখান এবং কিভাবে ফোনের অ্যাপ থেকে কন্টাক্ট বাহির করে কল করা যায় সেগুলি নিয়ে আলোচনা করুন এবং প্রশিক্ষাণার্থীর প্রতিটি গ্রুপের মধ্যে কন্টাক্ট নম্বর তৈরী করা এবং ব্যবহার করে দেখাতে বলুন। যারা প্রথমবারেই সঠিক ভাবে কন্টাক্ট যোগ করতে পারবে তাদের অন্য সকলকে দেখাতে সাহায্য করুন।

আলোচনার বিষয়	পদ্ধতি
কল, ম্যাসেজ এবং অ্যালার্ম সেট আপ	**কল, ম্যাসেজ এবং অ্যালার্ম সেট আপ** **কল করা:** এই পর্বে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কল করা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। একটি মোবাইল ফোন ও স্লাইডের মাধ্যমে সম্পুর্ন প্রক্রিয়াটি আলোচনা করুন - কল করার জন্য আপনার ফোনের অ্যাপ ব্যবহার করতে হবে, অ্যাপটি প্রত্যেক ফোনে প্রথম স্ক্রীনের নীচের দিকে দেখতে পাওয়া যায়। প্রশিক্ষনার্থীদের অ্যাপটি খুলতে বলুন এবং কল করার জন্য নিম্মে লিখিত পদ্ধতি ব্যবহার করতে বলুন - ■ একটি নম্বর লিখতে, ডায়ালপ্যাড আলতো চাপুন। ■ পূর্বে সংরক্ষিত পরিচিতি বা কন্টাক্ট ব্যবহার করতে, পরিচিতিতে আলতো চাপুন। আপনার কল ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে আপনাকে কল করার জন্য প্রস্তাবিত পরিচিতিগুলি দেখাবে। ■ আপনি সম্প্রতি কল করেছেন এমন নম্বরগুলি থেকে বাছাই করতে, সাম্প্রতিকগুলিতে আলতো চাপুন। ■ কলে ট্যাপ করুন। ■ আপনার কল করা হয়ে গেলে, কল শেষ করুন আলতো চাপুন। **ফোন কলের উত্তর দিন বা প্রত্যাখ্যান করুন** - এই পর্বে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কল করা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। একটি মোবাইল ফোন ও স্লাইডের মাধ্যমে সম্পুর্ন প্রক্রিয়াটি নিম্মে লিখিত ভাবে আলোচনা করুন - যখন আপনি একটি কল পান, কলারের নম্বর, যোগাযোগের নাম বা কলার আইডি তথ্য স্ক্রিনে দেখায়। কলটি প্রত্যাখ্যান করতে খারিজ বাটনে আলতো চাপুন। প্রশিক্ষাণার্থীর প্রতিটি গ্রুপের মধ্যে পরষ্পরকে কল করা, কল ধরা ও প্রত্যাখ্যান করা দেখাতে বলুন। প্রথমবারেই সঠিক ভাবে করতে পারলে বাহবা দিন এবং তাদেরকে অন্য সকলকে দেখাতে সাহায্য করুন।
মোবাইলের ম্যাসেজ আদান প্রদান করা	**মোবাইলের ম্যাসেজ আদান প্রদান করা ঃ** এই পর্বে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ম্যাসেজ পাঠান ও গ্রহণ করা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। আপনি মোবাইল ফোনের ম্যাসেজ এ পরিচিতিদের সাথে টেক্সট মেসেজ পাঠাতে ও পেতে পারেন। প্রক্রিয়াটি নিম্মে লিখিত ভাবে আলোচনা করুন - • ম্যাসেজ পাঠানো জন্য ম্যাসেজ অ্যাপ খুলুন। কম্পোজ ট্যাপ করুন। • "To,"- তে নাম, বা ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা লিখুন যাকে আপনি মেসেজ করতে চান। এছাড়াও আপনি আপনার শীর্ষ পরিচিতি বা আপনার সম্পূর্ণ পরিচিতি তালিকা থেকে যাকে মেসেজ করতে চান বাছাই করতে পারেন। • বার্তা বাক্সে আলতো চাপুন।

<table>
<tr><th>আলোচনার বিষয়</th><th>পদ্ধতি</th></tr>
<tr><td></td><td>

- আপনার মেসেজ লিখুন, আপনি যদি এটিকে একটি খসড়া হিসাবে সংরক্ষণ করতে চান এবং ফিরে যেতে চান, তবে ফিরে যান ← আলতো চাপুন।
- মেসেজ পাঠানের জন্য পাঠান ➤ আলতো চাপুন।

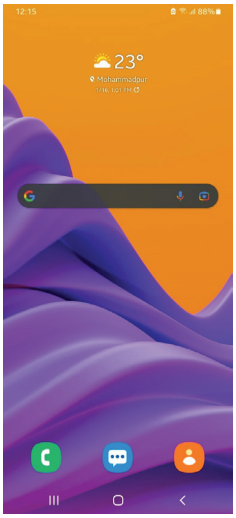

১ম ধাপ

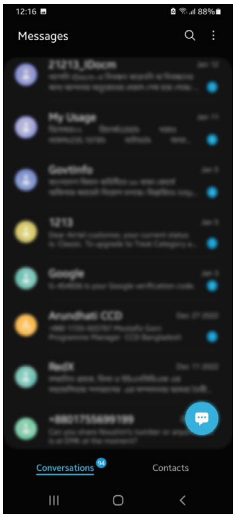

২য় ধাপ

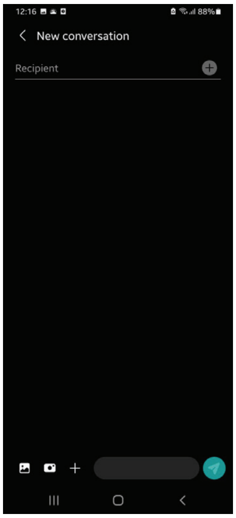

৩য় ধাপ

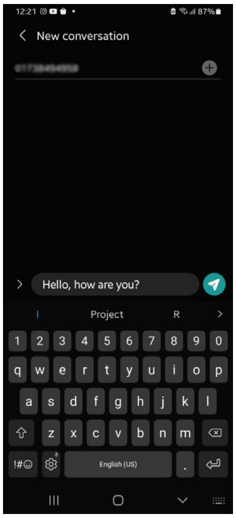

৪র্থ ধাপ
</td></tr>
<tr><td>মেসেজ পড়ুন</td><td>

মেসেজ পড়ুন ঃ মোবাইল ফোনের ম্যাসেজ পড়ার প্রক্রিয়াগুলি স্লাইডের মাধ্যমে প্রথমে দেখান এবং নিম্মেলিখিত ভাবে বিস্তারিত আলোচনা করুন -

আপনি এইমাত্র পেয়েছেন এমন একটি মেসেজ পড়তে, আপনার স্ক্রিনের শীর্ষ থেকে নীচের দিকে টেনে আনুন এবং নতুন মেসেজটি সেখানে দেখা যাবে। আপনি এখানথেকে মেসেজটি পড়তে পারেন। এছাড়া মেসেজ অ্যাপ থেকেও মেসেজটি দেখতে পারেন। তার জন্য মেসেজ অ্যাপ আলতো চাপুন। সকল মেসেজগুলি ক্রমান্বয়ে দেখা যাবে। এখান থেকে প্রয়োজনীয় বার্তটি বাছাই করে দেখতে পারেন।
</td></tr>
<tr><td>অ্যালার্ম সেট করা</td><td>

অ্যালার্ম সেট ঃ এখন আমরা মোবাইল ফোনের অ্যালার্ম সেট করা সম্পর্কে আলোচনা করব। অ্যালার্ম কি এবং কেন প্রয়োজন তা অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে আলোচনা করুন। অংশগ্রহনকারীগণ অ্যালার্ম পূর্বে ব্যবহার করেছে কি না তা জানুন। তাদের জানান, অ্যালার্ম মোবাইল ফোনের একটি ডিফল্ট ফিচার, প্রতিটি মোবাইল ফোনে এই ফিচারটি আছে। একটি মোবাইল ফোন ও স্লাইডের মাধ্যমে সম্পুর্ন প্রক্রিয়াটি নিম্মে লিখিত ভাবে আলোচনা করুন -

বেশিরভাগ অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসে ঘড়ি আগে থেকে ইনস্টল করা থাকে। এর মধ্যে যেকোন টাইম জোন থেকে টাইম ডিসপ্লে, স্টপওয়াচ এবং টাইমার অপশন, সেইসাথে ঘুমের রুটিন সহকারী অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই ফিচারগুলো স্লাইডের মাধ্যমে পরিচিতি করুন। ফোনে একটি
</td></tr>
</table>

আলোচনার বিষয়	পদ্ধতি
	সুন্দর অ্যালার্ম টুলও রয়েছে। অ্যান্ড্রয়েড এর ডিফল্ট অ্যাপ ব্যবহার করে একটি অ্যালার্ম সেট করতে এই পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করুন। ● ঘড়ি অ্যাপটি খুলুন এবং নীচে বাম কোণে অ্যালার্ম আলতো চাপুন। ● নীচের কাছাকাছি + বোতামটি আলতো চাপুন। ● পছন্দসই অ্যালার্ম সময় নির্বাচন করুন, তারপর ওকে টিপুন। ● অভিনন্দন, আপনি একটি অ্যালার্ম সেট করেছেন! আপাতত, এটি শুধুমাত্র একবার ডিফল্ট সেটিংস ব্যবহার করে সক্রিয় হবে। আপনি অ্যালার্ম সেট করার পরে সর্বদা কাস্টমাইজ করতে পারেন। প্রশিক্ষণার্থীদের কাজটি করতে বলুন, প্রয়োজনে উপরের বিষয়গুলি পুনরায় ব্যাখ্যা করুন এবং তাদের সঠিক ভাবে অ্যালার্ম সেট করতে সাহায্য করুন। 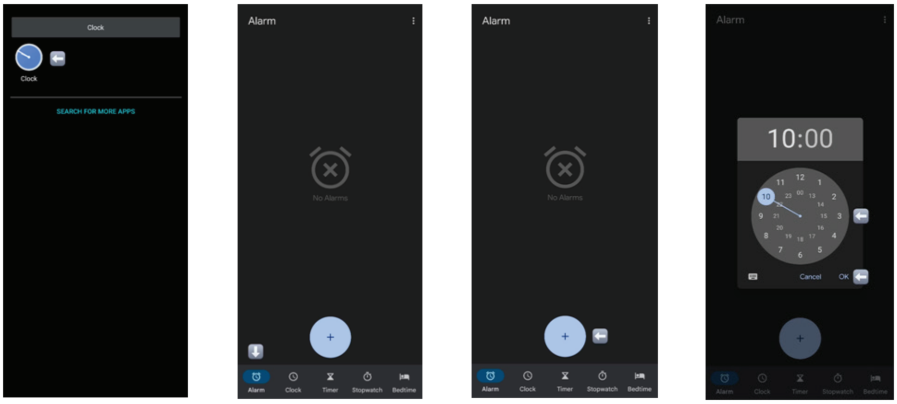 ১ম ধাপ ২য় ধাপ ৩য় ধাপ ৪র্থ ধাপ
নেভিগেশন ট্যাপ ও সেটিংস	**নেভিগেশন ট্যাপ ও সেটিংস ঃ** এই পর্বে আমরা মোবাইলের ট্যাপ ও সেটিংস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। ট্যাপ ও সেটিংস্ এর প্রক্রিয়াগুলি স্লাইডের মাধ্যমে প্রথমে দেখান এবং নিম্নেলিখিত অংশগুলি বিস্তারিত আলোচনা করুন - **মোবাইল লক (পাসকোড, প্যাটার্ন, ফেস লক) -** বেশিরভাগ লোকের কাছে তাদের ফোনকে অবাঞ্ছিত চোখ থেকে রক্ষা করার জন্য তিনটি ভিন্ন উপায়ের একটি থাকবে। কোনটি কম বা বেশি নিরাপদ তা নিয়ে কিছু বিতর্ক রয়েছে। নিম্মের সংক্ষিপ্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে মোবাইল ফোনে লক সেটিং করা যায়- ● আপনার ডিভাইসের সেটিংস মেনুতে যান। ● যতক্ষণ না আপনি "নিরাপত্তা" বা "নিরাপত্তা এবং স্ক্রিন লক" খুঁজে না পান ততক্ষণ নিচে স্ক্রোল করুন এবং এটিতে আলতো চাপুন। এটি সাধারণত Android 4.2 বা উচ্চতর সংস্করণে "ব্যক্তিগত" বিভাগের অধীনে অবস্থিত।

আলোচনার বিষয়	পদ্ধতি

- "স্ক্রিন নিরাপত্তা" বিভাগের অধীনে, "স্ক্রিন লক" বিকল্পটি আলতো চাপুন। ডিফল্টরূপে, এই বিকল্পটি "স্লাইড" -এ সেট করা থাকে, যার মানে কোনো পাসওয়ার্ড বা প্যাটানের প্রয়োজন নেই।
- এখান থেকে, আপনি কোন লক টাইপ ব্যবহার করতে চান তা নির্বাচন করুন, তা প্যাটার্ন, পিন বা পাসওয়ার্ড হতে পারে।

প্যাটার্ন: আপনি ব্যবহার করতে চান এমন একটি আনলক প্যাটার্ন আঁকতে মোবাইল স্ক্রিনে প্রদর্শিত ডট গুলির মাধ্যমে প্যাটার্ণ তৈরী করুন। এখানে নূণ্যতম চারটি ডট ব্যবহার করতে হবে। প্রথমবার না হলে বা ভুল করলে, পুনরায় চেষ্টা করুন। তারপরে এটি নিশ্চিত করতে আপনাকে আবার সেই প্যাটার্নটি আঁকতে বলবে। দ্বিতীয়বার একই প্যাটার্ন আকাঁর মাধ্যমে প্যাটার্নটি আপনার মোবাইলের লক হিসাবে স্থায়ী হবে।

পিন: একটি ৪-সংখ্যার পিন ঢোকান যা আপনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। পুনরাবৃত্তি সংখ্যা ব্যবহার না করা একটি বুদ্ধিমানের কাজ (যদি আপনার একেবারে প্রয়োজন হলে তবে দুটির বেশি ব্যবহার করবেন না)। নিশ্চিত করতে পিন পুনরায় লিখুন।

পাসওয়ার্ড: আপনার সুবিধাজনক পাসওয়ার্ড টাইপ করুন। পাসওয়ার্ডটি কমপক্ষে ৪ অক্ষরের হতে হবে, ১৭ অক্ষরের বেশি হতে হবে না এবং কমপক্ষে ১ অক্ষর থাকতে হবে। চূড়ান্ত নিরাপত্তার জন্য কমপক্ষে ৮ অক্ষর দীর্ঘ চিহ্ন সহ একটি বর্ণসংখ্যার পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন। নিশ্চিত করতে পাসওয়ার্ড পুনরায় লিখুন।

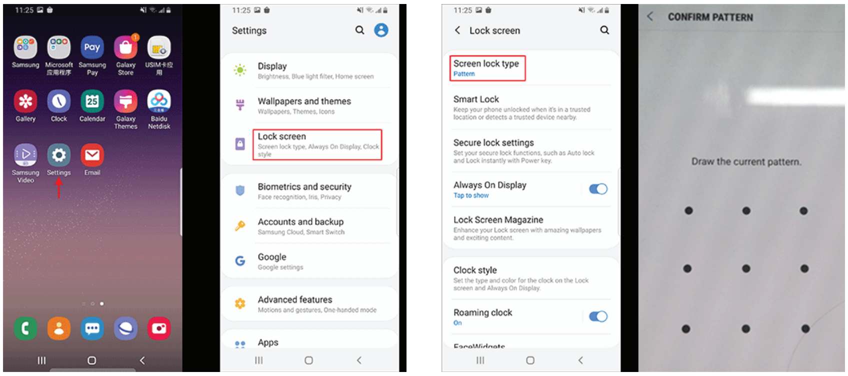

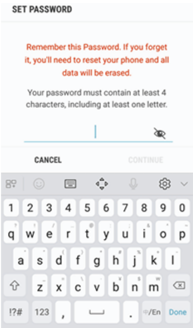

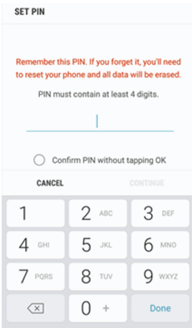

<table>
<tr><th>আলোচনার বিষয়</th><th>পদ্ধতি</th></tr>
<tr><td>ভাষা পরিবর্তন</td><td>

ভাষা পরিবর্তন (ফোন ও কীবোর্ড) ঃ এই পর্বে আমরা মোবাইলের ল্যাংগুয়েজ সেটিংস্ বা ভাষা পরিবর্তন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। এই প্রক্রিয়াগুলি স্লাইডের মাধ্যমে প্রথমে দেখান এবং নিম্নেলিখিত অংশগুলি বিস্তারিত আলোচনা করুন -

আপনার Android ডিভাইসে সেটিংস অ্যাপ খুলুন।

- "সিস্টেম" আলতো চাপুন
- "ভাষা এবং ইনপুট" আলতো চাপুন।
- "ভাষা" এ আলতো চাপুন।
- "একটি ভাষা যোগ করুন" এ আলতো চাপুন।
- এটিতে আলতো চাপ দিয়ে তালিকা থেকে আপনার পছন্দের ভাষা নির্বাচন করুন। আপনার নির্বাচিত ভাষার জন্য অঞ্চল নির্বাচন করুন।

আপনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার ফোনের ভাষা পরিবর্তন দেখতে পাবেন। যদি না হয়, আপনার ডিভাইস পুনরায় চালু করুন এবং পূর্বে প্রক্রিয়াগুলি ফলো করুন।

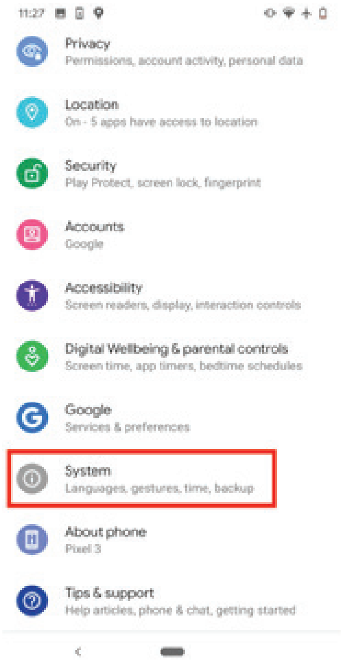

১ম ধাপ

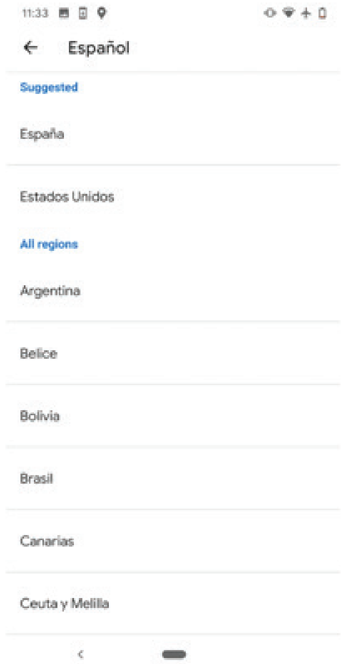

২য় ধাপ

উপরের প্রক্রিয়াগুলি স্লাইডে ও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দেখানো হলে এরপর অংশগ্রহণকারীদের নিজে নিজে করতে বলুন, প্রয়োজনে ধাপগুলি পুণরায় দেখান এবং অংশগ্রহণকারীদের সঠিক ভাবে ভাষা পরিবর্তনে সাহায্য করুন।

</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>আলোচনার বিষয়</th><th>পদ্ধতি</th></tr>
<tr><td>ব্লুটুথ সংযোগ</td><td>

ব্লুটুথ সংযোগ ঃ মোবাইল ফোনের ব্লুটুথের মাধ্যেমে দুটি মোবাইলের মাঝে তারের সংযোগ ব্যতিত ছবি ও বিভিন্ন ধরনের ডাটা আদান প্রদান করা যায়। অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করুন তারা পূর্বে ব্লুটুথ ব্যবহার করছে কি না বা এ সমন্ধে কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে কি না। তাদের উত্তরগুলি জানুন এবং সেগুলি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন। এরপর ব্লুটুথ সংযোগ করার প্রক্রিয়া গুলি স্লাইডের মাধ্যমে প্রদর্শন করে আলোচনা করুন -

- স্ক্রিনের শীর্ষে আপনি একটি ব্লুটুথ আইকন দেখতে পাবেন। স্ক্রিনের উপরে থেকে নিচের দিকে টানুন।
- ব্লুটুথ আলতো চাপুন। নিশ্চিত করুন যে ব্লুটুথ চালু আছে।
- ব্লুটুথ টাচ করে ধরে রাখুন।
- পেয়ার করা ডিভাইসের তালিকায়, একটি পেয়ার করা কিন্তু সংযোগহীন ডিভাইসে ট্যাপ করুন।
- যখন আপনার ফোন এবং ব্লুটুথ ডিভাইস সংযুক্ত থাকে, তখন ডিভাইসটি "সংযুক্ত" হিসাবে দেখায়।

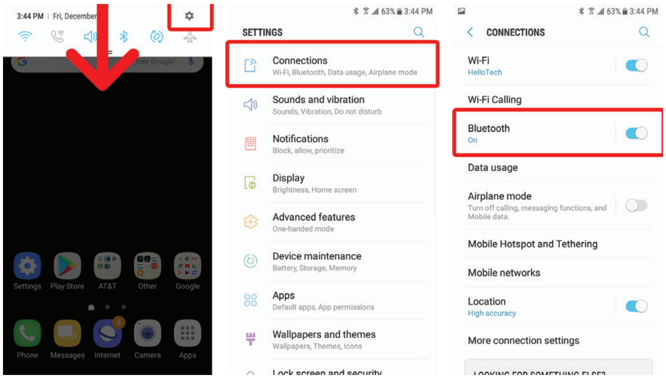

১ম ধাপ ২য় ধাপ ৩য় ধাপ

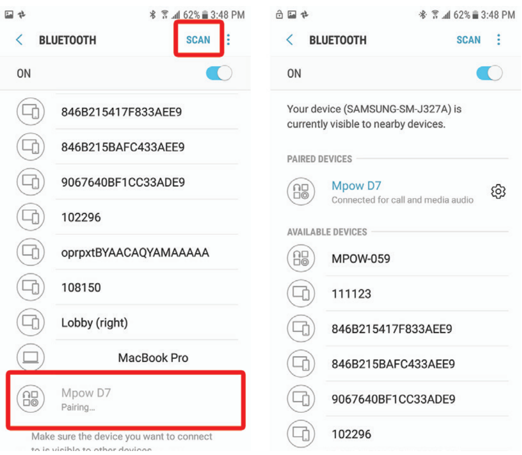

৪র্থ ধাপ ৫ম ধাপ

</td></tr>
</table>

আলোচনার বিষয়	পদ্ধতি
ওয়াইফাই ও ডাটা নেটওয়ার্কে ফোন সংযোগ	**ওয়াইফাই ও ডাটা নেটওয়ার্কে ফোন সংযোগ ঃ** ওয়াইফাই ও ডাটা নেটওয়ার্কে ফোন সংযোগ করার প্রক্রিয়াগুলি স্লাইডের মাধ্যমে প্রদর্শন করে এবং নিম্মেলিখিত ভাবে বিস্তারিত আলোচনা করুন - আপনি যেভাবে চান ওয়াইফাই ব্যবহার করতে, আপনার ফোন কীভাবে এবং কখন সংযোগ করবে তা আপনি পরিবর্তন করতে পারেবেন। যখন আপনি ওয়াইফাই চালু করেন, তখন আপনার ফোন স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাছাকাছি থাকা ওয়াইফাই নেটওয়ার্কগুলির সাথে সংযোগ করে যা আপনি আগে সংযুক্ত করেছেন। আপনি আপনার ফোনে সংরক্ষিত নেটওয়ার্কগুলোর কাছে স্যংক্রিয়ভাবে ওয়াইফাই চালু করতে সেট করতে পারেন। ● সেটিংস অ্যাপটি খুলুন। ওয়াই-ফাই বা ওয়্যারলেস এবং নেটওয়ার্ক বেছে নিন। মাস্টার কন্ট্রোল আইকন স্পর্শ করবেন না, যা ওয়াই-ফাই চালু বা বন্ধ করে দেয়; সেটিংস অ্যাপ স্ক্রিনের বাম দিকে ওয়াই-ফাই টেক্সট স্পর্শ করুন। আপনি ওয়াইফাই নেটওয়ার্কগুলির একটি তালিকা দেখতে পাবেন। ● তালিকা থেকে একটি ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক পছন্দ করুন। এরপর, নেটওয়ার্ক পাসওয়ার্ড টাইপ করুন। কানেক্ট বোতামে টাচ করুন। আপনি অবিলম্বে নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত হবেন, না হলে পাসওয়ার্ডটি আবার চেক করুন এবং সংযুক্ত হন। ● ফোনটি কানেক্ট করা হলে, আপনি টাচস্ক্রিনের উপরে ওয়াইফাই স্ট্যাটাস আইকন দেখতে পাবেন। এই আইকনটি নির্দেশ করে যে ফোনের ওয়াইফাই নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত আছেন। 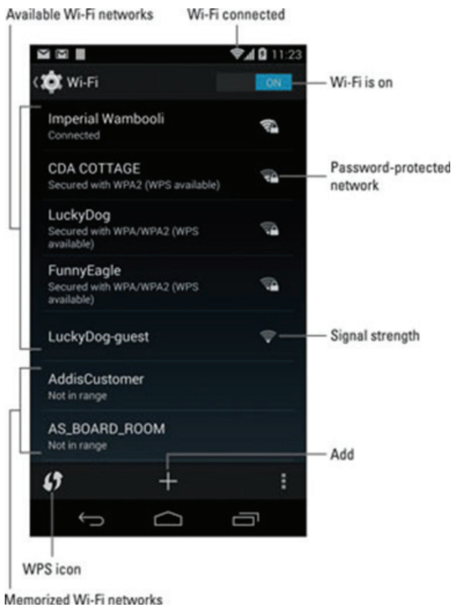

<table>
<tr><th>আলোচনার বিষয়</th><th>পদ্ধতি</th></tr>
<tr><td>ডাটা নেটওয়ার্কে ফোন সংযোগ</td><td>

ডাটা নেটওয়ার্কে ফোন সংযোগ ঃ বেশিরভাগ মোবাইল অপারেটর আজকাল মোবাইল ডাটা ব্যবহারের বিভিন্ন প্যাকেজ চালু করেছে। ব্যবহারকারী তার প্রয়োজনমত মাসিক বা স্বল্প সময়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের ডাটা প্যাকেজ ক্রয় করতে পারে। মোবাইলের ডাটা প্যাকেজ ব্যবহার করার জন্য সেটিংস অ্যাপ খুলুন। আপনি এটি আপনার হোম স্ক্রিনে খুঁজে পেতে পারেন। আইকন একটি গিয়ার মত দেখায়। "ডাটা ব্যবহার" ট্যাপ করুন। এটি মেনুর উপরের দিকে অবস্থিত হওয়া উচিত। Android পুরানো সংস্করণগুলির পরিবর্তে একটি "মোবাইল নেটওয়ার্ক" নামে থাকতে পারে।

"মোবাইল ডাটা" স্লাইডারে আলতো চাপুন। এটি আপনার মোবাইল ডাটা চালু করবে। আপনার মোবাইল ডাটা সংযোগ ব্যবহার করার জন্য আপনাকে একটি মোবাইল ইন্টারনেট সম্মিলিত সিমের প্রয়োজন হবে।

ডাটা সংযোগ আছে কিনা পরীক্ষা করুন। নোটিস বারে আপনি হয়ত "3G" বা "4G" দেখতে সক্ষম হবেন। মনে রাখবেন যে ডাটা সংযোগ থাকলে তখন সকল ডিভাইসে এটি প্রদর্শন করে না, তাই পরীক্ষা করার সর্বোত্তম উপায় হল মোবাইলে ওয়েব ব্রাউজার খুলে যে কোন ওয়েব সাইট দেখতে চেষ্টা করা।

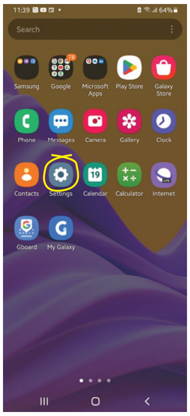

১ম ধাপ

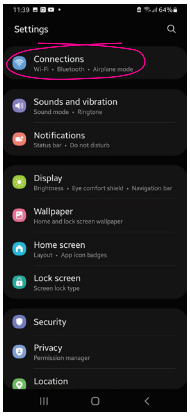

২য় ধাপ

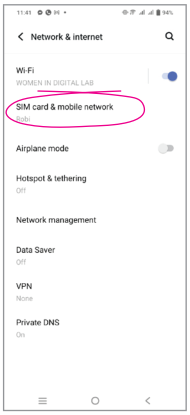

৩য় ধাপ

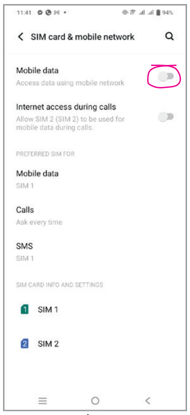

৪র্থ ধাপ

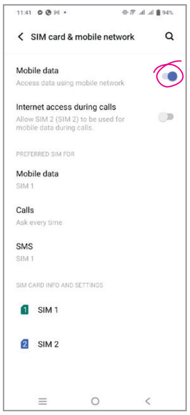

৫ম ধাপ

টপ নেভিগেশন বার থেকে মোবাইল ডাটা সংযোগ

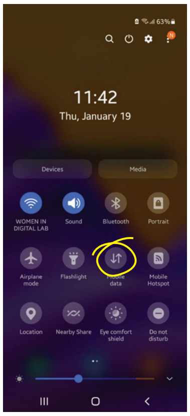

১ম ধাপ

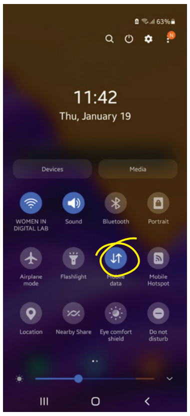

২য় ধাপ

</td></tr>
</table>

আলোচনার বিষয়	পদ্ধতি
ইন্টারনেট ডাটা বাঁচানোর উপায়	**ইন্টারনেট ডাটা বাঁচানোর উপায় ঃ** এখন অংশগ্রহনকারীদের মোবাইল ডাটা ব্যবহার সম্পর্কে মুটামুটি ধারনা হয়ে গিয়েছে কিন্তু ডাটার সঠিক ব্যবহার জানতে হবে নতুবা অহেতুক মোবাইলের খরচ বৃদ্ধি পাবে। ইন্টারনেট ডাটার সঠিক ব্যবহার বোঝার জন্য নিম্মেলিখিত ভাবে আলোচনা শুরু করুন - বর্তমানে স্মার্টফোন সকলেরই কাছেই একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কভিড '১৯ লকডাউনের ফলে ফোনের ব্যবহার আরও বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু এর ফলে ফোনের পিছনে খরচাও বেড়ে গিয়েছে। কারণ ইন্টারনেট ছাড়া ফোন অচল। আর সবসময় ইন্টারনেট চালু রাখার ফলে দ্রুত ডাটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে আবার রিচার্জ করতে হচ্ছে। এর জন্য সকলেই চায় নিজেদের ইন্টারনেট ডাটা বাঁচিয়ে রাখতে। বাজারে বিভিন্ন ধরনের মোবাইল ডাটা প্ল্যান রয়েছে। কিন্তু, সকল প্ল্যানেই একটি নির্দিষ্ট হারে মোবাইল ডাটা ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হয়। এর ফলে সেই ডাটা শেষ হয়ে গেলে ইন্টারনেটের স্পিড কম হয়ে যায়। ফলে প্রতিদিনের ডাটা বাঁচানো প্রয়োজন। মোবাইল ডাটা ব্যবহার করার সময় নজর দিতে হবে যে, সেই সকল অ্যাপ কম ব্যবহার করতে হবে যেখানে বেশি ডাটা খরচ হয়। মনে রাখা দরকার- সোশ্যাল মিডিয়া প্যাটফর্মে ভিডিও দেখার ক্ষেত্রে বেশি ডাটা খরচ হয়। এছাড়া ইউটিউব এবং কিছু গেম অ্যাপ প্রচুর পরিমান ডাটা ব্যবহার করে, এগুলো এড়িয়ে চলা উচিৎ।
মোবাইল ক্যামেরার ব্যবহার (ফটোগ্রাফি এবং ভিডিওগ্রাফি)	**ক্যামেরার ব্যবহার (ফটোগ্রাফি এবং ভিডিওগ্রাফি) ঃ** এই পর্বে একটি সমসাময়িক স্মার্টফোন এবং ল্যাপটপ বা কম্পিউটারের স্লাইডের মাধ্যমে স্মার্টফোনের ক্যামেরা ব্যবহার করে ছবি তোলা ও ভিডিও তৈরী করার পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করতে হবে। প্রথমে আলোচনা করুন মোবাইল ফোন দিয়ে ছবি তোলার প্রয়োজনীয়তা, আমরা কেন ছবি তুলি বা সেই সকল ছবি আমরা কি কাজে ব্যবহার করতে পারি। উপস্থিত প্রশিক্ষানার্থীদের মাঝে যারা মোবাইল ফোনে ছবি তুলতে ও ভিডিও ধারন করতে পারে তাদেরকে নির্ণয় করুন এবং তাদের কাছে এই বিষয় সম্পর্কে জানতে চান। উদাহরণ হিসাবে ফেসবুক বা হোয়াটস্ অ্যাপে ছবি তোলার পর আপলোড করে দেখানো যেতে পারে। পরবর্তিতে স্লাইডের মাধ্যমে ক্যামেরা ও ক্যামেরা অ্যাপের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে আলোচনা করুন। তারপর অংশগ্রহণকারীদের প্রতিটি গ্রুপে একটি স্মার্টফোন ব্যবহার করে অ্যাপের বিভিন্ন সেটিংস্ ব্যবহার করে ছবি তোলা ও ভিডিও ধারন করে দেখান এবং আলোচনা করুন - **ক্যামেরা চালু করুন:** আপনার অ্যাপ্লিকেশন গুলো থেকে ক্যামেরা চালু করতে ক্যামেরা অ্যাপে আলতো চাপুন।

আলোচনার বিষয়	পদ্ধতি
	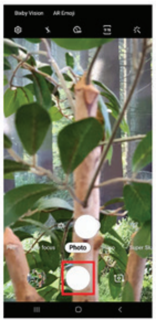 **ছবি ক্যাপচার করুন:** ক্যামেরা অ্যাপ খোলার পর, ছবি তুলতে ক্যাপচার বোতাম টিপুন। **ক্যামেরা স্যুইচ করুন:** ক্যামেরা অ্যাপটি ব্যবহার করার সময়, সামনে এবং পিছনের ক্যামেরাগুলির মধ্যে সুইচ করতে ক্যামেরা বোতামটি টিপুন। 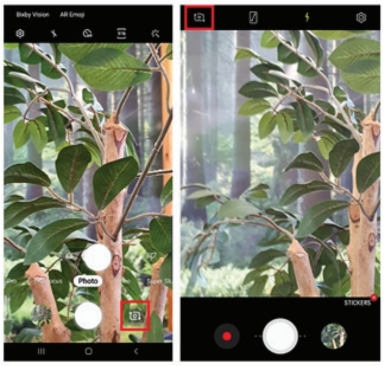 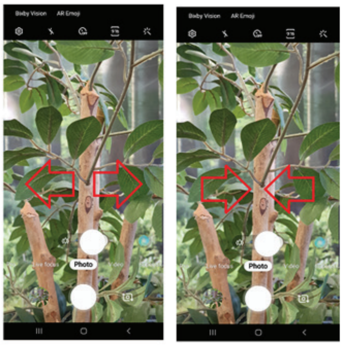 **জুম ফাংশন:** জুম ফাংশন ব্যবহার করতে, ক্যামেরা অ্যাপটি খুলুন এবং দুই আঙ্গুল ব্যবহার করে দুটি জায়গায় স্ক্রিন স্পর্শ করুন। জুম করতে আঙ্গুল দূরে সরান জুম আউট করতে একসাথে চিমটি করুন। **ফ্ল্যাশ চালু করুন:** ক্যামেরা অ্যাপে, বজ্রপাতের আইকন ব্যবহার করে ফ্ল্যাশ চালু, বন্ধ বা অটো চালু করা যেতে পারে। 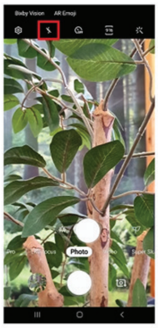

আলোচনার বিষয়	পদ্ধতি
	ভিডিও রেকর্ড করুন: ভিডিও মোড নির্বাচন করতে বাম দিকে সোয়াইপ করুন, তারপর রেকর্ড বোতাম টিপুন। 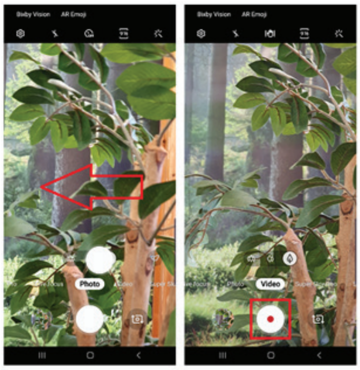 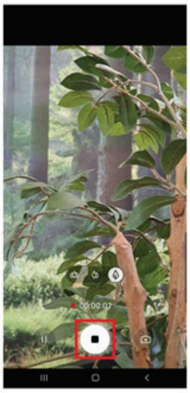 রেকর্ডিং শেষ করতে স্টপ বোতাম টিপুন। আপনার মোবাইল ক্যামেরায় ধারণ করা সকল ছবি ও ভিডিও Gallery তে জমা হবে। Gallery খুজে পেতে মোবাইলের অ্যাপ লিস্ট থেকে গ্যালারী আইকনে আলতো চাপুন। গ্যালারী অ্যাপ ওপেন হলে আপনার ধারন করা ছবি ও ভিডিও গুলো সেখানে ছোট চারকোনা আকারে দেখা যাবে। যে কোন একটি ছবিতে আলতো করে চাপলেই সেটা বড় করে স্ক্রিনে দেখা যাবে। আপনি চাইলে ছবি গুলো আঙ্গুলের সাহায্যে জুম করেও দেখতে পারবেন। 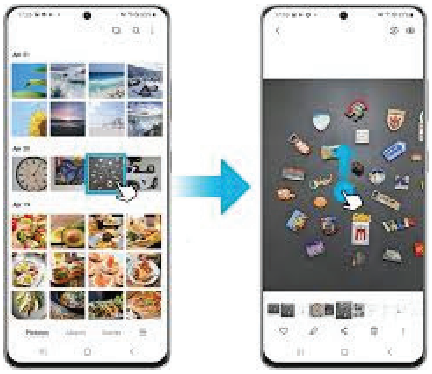 এরপর প্রশিক্ষাণার্থীর প্রতিটি গ্রুপের মধ্যে মোবাইল ক্যামেরা ব্যবহার করে ছবি ও ভিডিও তোলা ও সেগুলি গ্যালারী থেকে বের করে দেখাতে বলুন। যারা প্রথমবারেই সঠিক ভাবে ক্যামেরা ব্যবহার করতে পারবে তাদের অন্য সকলকে দেখাতে সাহায্য করুন।

<table>
<tr><th>আলোচনার বিষয়</th><th>পদ্ধতি</th></tr>
<tr><td>ইমেল একাউন্ট তৈরী ও সংযুক্ত করা</td><td>

ইমেল অ্যাকাউন্ট তৈরী ও যোগ করা ঃ এই পর্বে একটি স্মার্টফোন এবং ল্যাপটপ বা কম্পিউটারের স্লাইডের মাধ্যমে স্মার্টফোনে ইমেল একাউন্ট যোগ করার পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করতে হবে। প্রথমে ইমেল একাউন্ট কি ও এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন। তারপর স্লাইডের মাধ্যমে ইমেল একাউন্ট সম্পর্কে আলোচনা করুন। তারপর অংশগ্রহণকারীদের প্রতিটি গ্রুপে একটি স্মার্টফোন ব্যবহার করে অ্যাপের মাধ্যমে ইমেল একাউন্ট কিভাবে খোলা যায় এবং কি কি কাজে এই একাউন্ট ব্যবহার করা যেতে পারে এই সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবেন।

অংশগ্রহণকারীদের জানান - ইমেল, কন্টাক্ট বুক বা পরিচিতি এবং ক্যালেন্ডার অ্যাক্সেস করতে এবং Google Play Store থেকে অ্যাপ ইনস্টল করে নিতে হবে। আপনি আপনার ফোনে ইমেল অ্যাকাউন্ট যোগ করতে পারেন। আপনি যখন একটি Google অ্যাকাউন্ট যোগ করেন, সেই অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার ফোনের সাথে যুক্ত বা আপডেট হয়ে যাবে। আপনার ফোনে একটি Google বা অন্য অ্যাকাউন্ট যোগ করার ধাপগুলো নিচে দেয়া হলো:

- আপনার ফোনের সেটিংস অ্যাপ খুলুন।
- পাসওয়ার্ড এবং অ্যাকাউন্ট আলতো চাপুন। আপনি যদি "অ্যাকাউন্টস" দেখতে না পান তবে ব্যবহারকারী এবং অ্যাকাউন্টে ট্যাপ করুন।
- "Accounts for"-এর অধীনে অ্যাকাউন্ট যোগ করুন-এ ট্যাপ করুন।
- আপনি যে ধরনের অ্যাকাউন্ট যোগ করতে চান তাতে ট্যাপ করুন।
- আপনার Google অ্যাকাউন্ট যোগ করতে, Google আলতো চাপুন। আপনি যখন একটি Google অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করেন, তখন সেই অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত ইমেল, পরিচিতি, ক্যালেন্ডার ইভেন্ট এবং অন্যান্য তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার ফোনের সাথে যুক্ত ও আপডেট হয়ে যায়।

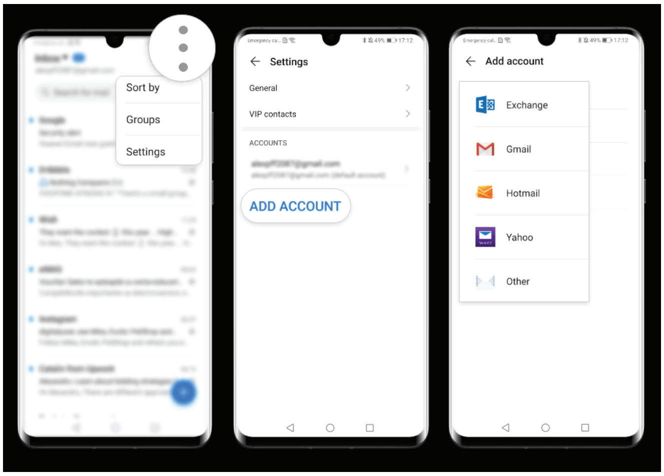

ইমেল একাউন্ট তৈরী ও সংযুক্ত করার ধাপ গুলো

</td></tr>
</table>

আলোচনার বিষয়	পদ্ধতি
প্লে স্টোর থেকে অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করা	**প্লে স্টোর থেকে অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করা ঃ** আপনি আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোনে গুগল প্লে থেকে ফ্রি এবং পেইড অ্যাপ ডাউনলোড করতে পারেন। অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপিপ্লকেশনগুলো সব সময় গুগল প্লে থেকে ডাউনলোড করা ভালো, তবে আপনি সেগুলি অন্য জায়গা থেকেও ডাউনলোড করতে পারেন। অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড ও ইনস্টল করার ধাপগুলি নিচে দেওয়া হল: ধাপ ১: অ্যাপস আইকনে চাপুন। আপনি এটি আপনার হোম স্ক্রিনের নীচে পাবেন। এটি সাধারণত একটি বৃত্তের ভিতরে বেশ কয়েকটি বিন্দু বা ছোট বর্গক্ষেত্রের মত দেখায়। ধাপ ২: নিচে স্ক্রোল করুন এবং প্লে স্টোরে ট্যাপ করুন। যদি আপনি প্রথমবার প্লে স্টোর খুলছেন, তাহলে আপনাকে আপনার Google অ্যাকাউন্টের তথ্য এবং অর্থপ্রদানের বিবরণ লিখতে হবে। অনুরোধ করা হলে অন-স্ক্রিন নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন। ধাপ ৩: অনুসন্ধান বাক্সে একটি অ্যাপের নাম বা কীওয়ার্ড টাইপ করুন। এটি স্ক্রিনের শীর্ষে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি আনন্দমেলা অ্যাপটি অনুসন্ধান করতে আনন্দমেলা টাইপ করতে পারেন, অথবা বিভিন্ন ফটো অ্যাপ ব্রাউজ করতে Photo টাইপ করতে পারেন। ধাপ ৪: অনুসন্ধান কী আলতো চাপুন। এটি কীবোর্ডের নীচের ডানদিকের কোনায় একটি ম্যাগনিফাইং গ্লাসের মতো দেখায়। ধাপ ৫: অনুসন্ধানের ফলাফল থেকে একটি অ্যাপ্লিকেশন নির্বাচন করুন। এটি আপনাকে বিশদ পৃষ্ঠায় নিয়ে আসে, যেখানে আপনি অ্যাপের বিবরণ পড়তে পারেন, ব্যবহারকারীর পর্যালোচনাগুলো পরীক্ষা করতে পারেন এবং স্ক্রিনশটগুলি দেখতে পারেন। অনেক অ্যাপ্লিকেশনের একই নাম রয়েছে, তাই আপনার অনুসন্ধানে বেশ কয়েকটি ফলাফল আসতে পারে। অনুসন্ধান ফলাফলে থাকা অ্যাপগুলি তাদের নিজস্ব "টাইলস"-এ প্রদর্শিত হয়, প্রতিটি অ্যাপের আইকন, তারকা রেটিং এবং মূল্য প্রদর্শন করে। ধাপ ৬: ইনস্টল আলতো চাপুন। এটি অ্যাপের নামের ঠিক নিচে একটি সবুজ রঙের বাটন। সবুজ রঙের বাটনে আলতো চাপলে অ্যাপটি আপনার মোবাইলে ইনস্টল হতে শুরু করবে এবং কিছু সময়ের মধ্যে ইনস্টল হয়ে যাবে। ইনস্টল হয়ে গেলে সবুজ রঙের বাটন টিতে ইনস্টল এর পরিবর্তে ”ওপেন” লেখা আসবে। এখানে আলতো চাপ দিয়ে আমরা ইনস্টলকৃত অ্যাপটি চালু করে দেখতে পারি।
ফোন থেকে অ্যাপ্লিকেশন মুছে ফেলা	**ফোন থেকে অ্যাপ্লিকেশন মুছে ফেলা ঃ** অ্যাপ লিস্ট বা হোম স্ক্রিনে অ্যাপ্লিকেশন আনইনস্টল - এটি স্মার্টফোনের অ্যাপ্লিকেশনগুলি মুছে ফেলার দ্রুততম এবং সহজতম উপায়। ধাপ ১: অ্যাপ লিস্ট বা হোম স্ক্রিনে অবস্থিত একটি অ্যাপে ট্যাপ করে ধরে রাখুন। ধাপ ২: স্ক্রিনে প্রদর্শিত আনইনস্টল বিভাগে এটি টেনে আনুন। ধাপ ৩: পপ-আপ উইন্ডো প্রদর্শিত হলে ঠিক আছে এ আলতো চাপুন।

আলোচনার বিষয়	পদ্ধতি
	সেটিংস থেকে অ্যাপ্লিকেশন মুছে ফেলা - আপনি সেটিংস অ্যাপ ব্যবহার করে যেকোনো অ্যাপ আনইনস্টল করতে পারেন। আপনার প্রথমে যা করা উচিত তা হল আপনার ডিভাইসে সেটিংস মেনু খুলুন। এর পরে, অ্যাপস খুলুন, সমস্ত অ্যাপ দেখুন-তে আলতো চাপুন, আপনি যে অ্যাপটি মুছতে চান সেটি খুঁজুন, এটি নির্বাচন করুন এবং আনইনস্টল বোতামে আলতো চাপুন। ঠিক আছে হিট। অ্যাপটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আপনার ডিভাইস থেকে মুছে ফেলা হবে। 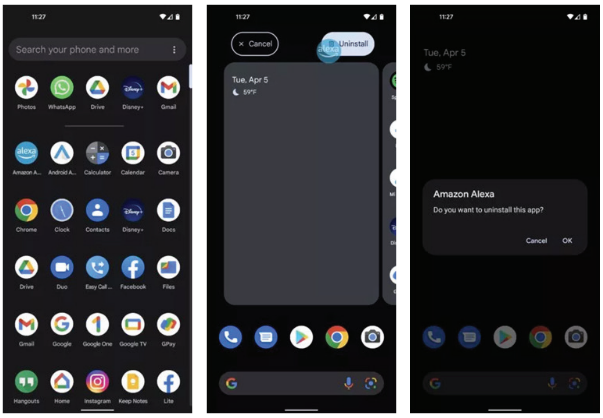 মোবাইল থেকে অ্যাপ্লিকেশন মুছে ফেলার ধাপ গুলো
মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা	**মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা** - এই পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড ও ব্যবহারের খারাপ ও ভালো দিক গুলি নিয়ে আলোচনা করা হবে। অংশগ্রহণকারীদের এ সমন্ধে বিভিন্ন ভালো ও খারাপ দিকগুলি সম্পর্কে জানাবেন। এরপর বলবেন - এখনকার সময়ে মানুষ এই ইন্টারনেট এবং স্মার্টফোন প্রতিদিনই কোন না কোন ভাবে ব্যবহার করছে। কারণ এগুলোর ব্যবহার মানুষের জীবনকে করেছে অনেক সহজ। আর তাই তো ইন্টারনেট ও স্মার্টফোনের প্রতি মানুষের ঝোঁক দিন দিন বেড়েই চলেছে। শুরুতেই জেনে নেয়া যাক, ইন্টারনেট হচ্ছে তথ্যের এক বিশাল ভাণ্ডার। পৃথিবীর সকল কম্পিউটার বিশেষ প্রক্রিয়ায় তারের মাধ্যমে একটি অন্যটির সাথে যুক্ত হয়ে এই ইন্টারনেট তৈরি করেছে। অন্যদিকে স্মার্টফোন দিয়ে যোগাযোগ করার সাথে সাথে আরো বিভিন্ন ধরণের জটিল কাজ করা যায় যেগুলো সাধারণ মোবাইল ফোন দিয়ে করা যায় না। যেমনঃ ইন্টারনেট ব্যবহার করা, ইমেইল পাঠানো, ইউটিউবে ভিডিও দেখা, দিক নির্ণয় করা, লেখা কম্পোজ করা, রিমোট হিসেবে ব্যবহার করা ইত্যাদি। বিভিন্ন ধরনের অ্যাপের চাহিদা মানুষের কাছে যেমন বেড়ে চলেছে, ঠিক তেমনি বাড়ছে এগুলো ব্যবহারের ঝুঁকি। যে কোন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করার আগে যদি আমরা কিছু সতর্কতা অবলম্বন না করি তাহলে মোবাইলে সংরক্ষিত সকল তথ্য (যেমন- ছবি, ফোন নম্বর ইত্যাদি) চুরি হওয়া ছাড়াও মোবাইলে ব্যবহৃত বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট (যেমন- ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপ, ইমেইল) হ্যাক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই আমরা অবশ্যই অ্যাপ ডাউনলোড করার সময় সাবধানতাগুলো মেনে চলবো।

অধিবেশন ৪ - আনন্দমোলা ব্যবহার বিধি

উদ্দেশ্য ঃ

এই অধিবেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা -

১। মোবাইল ব্রাউজার পরিচিতি ও সার্চ ইঞ্জিন ও তথ্য অনুসন্ধান সম্পর্কে জানতে পারবেন

২। অনলাইন মার্কেটপ্লেস ও আনন্দমেলা সম্পর্কে জানতে পারবেন

সময় ঃ ১২০ মিনিট বা ২ ঘন্টা

পদ্ধতি ঃ আলোচনা, প্রশ্নউত্তর এবং ল্যাপটপ বা কম্পিউটারের সাথে প্রজেক্টরের মাধ্যমে স্লাইড প্রদর্শন

প্রশিক্ষণ উপকরণ ঃ ল্যাপটপ বা কম্পিউটার, প্রজেক্টর, সাদা ডিসপ্লে পর্দা, সাদা বোর্ড, মার্কার ও মোবাইল ফোন

আলোচনার বিষয়	পদ্ধতি
মোবাইল ব্রাউজার	ধাপ - ১ অংশগ্রহণকারীদের অধিবেশনে স্বাগত জানান। বলুন - আজকের প্রশিক্ষণটি আমাদের সকলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আজ আমরা মোবাইল ব্রাউজার, সার্চ ইঞ্জিন এর মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য অনুসন্ধান সম্পর্কে আলোচনা করব। এবার প্রশ্ন করুন মোবাইল ব্রাউজার ও সার্চ ইঞ্জিন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারনা আছে কি না? ইন্টারনেট থেকে মোবাইলের মাধ্যমে কোন তথ্য খুজে বের করতে পারে কি না? উত্তরগুলি সাদা বোর্ডে লিপিবদ্ধ করুন। এবার স্লইডের মাধ্যমে উপাস্থপনা করুন - **ব্রাউজার কি ঃ** মোবাইলের ফোনের সাথে যদি ইন্টারনেট সংযোগ থাকে তবে অনেককিছু আপনার হাতের মুঠোয় চলে আসে । কিন্তু এর জন্য কিছু প্রক্রিয়া আছে। ইন্টারনেটে নির্দিষ্ট কাজের জন্য নির্দিষ্ট সফটওয়্যার বা অ্যাপ ব্যবহার করতে হয়। যেমন করোনা ভাইরাসের টিকা গ্রহণের জন্য সবাইকে https://surokkha.gov.bd এই ওয়েব সাইটে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। কিন্তু এই ওয়েব সাইটে কীভাবে যাবে? ওয়েব সাইটের ঠিকানা কোথায় লিখবেন? বিভিন্ন ওয়েব সাইটে প্রবেশের জন্য নির্দিষ্ট সফটওয়্যার আছে। যে কোন ওয়েব সাইটে প্রবেশের আগে ঐ নির্দিষ্ট সফটওয়্যার চালু করতে হবে। তারপর ঐ সফটওয়্যারের মাধ্যমে চাহিদা মাফিক ওয়েব সাইটে প্রবেশ করা যাবে। যে সফটওয়ার বা অ্যাপ ব্যবহার করে ইন্টারনেটে প্রবেশ করা হয় তাকে ব্রাউজার বলে। ব্রাউজারের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করে কোন ওয়েব সাইট বা তথ্য অনুসন্ধান করার প্রক্রিয়াকে বলে ব্রাউজিং। এখন অংশগ্রহণকারীদের কিছু ব্রাউজারের নাম বলতে বলুন, তারপর বলুন - কিছু জনপ্রিয় ব্রাউজারের নাম গুগল ক্রোম, ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, অপেরা, মজিলা ফায়ার ফক্স ইত্যাদি।

আলোচনার বিষয়	পদ্ধতি
সার্চ ইঞ্জিন	ধাপ - ২ **সার্চ ইঞ্জিন কী?** ধরুন, কেউ একজন করোনা ভাইরাসের টিকা গ্রহণের জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে চায়, কিন্তু সে জানে না কোন ওয়েব সাইট থেকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। ইন্টারনেট ব্যবহার করে সে কিন্তু এই তথ্যটি খুঁজে বের করতে পারে। ইন্টারনেট থেকে তথ্য খুঁজে বের করার জন্য নির্দিষ্ট কিছু ওয়েবসাইট বা সফটওয়ার আছে, এগুলোকে বলে সার্চ ইঞ্জিন। যে কোন একটি সার্চ ইঞ্জিন চালু করে সেখানে "করোনা ভাইরাসের টিকা নিবন্ধন" লিখে সার্চ দিলে https://surokkha.gov.bd/ এই ওয়েব সাইটের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিভিন্ন ধরনের তথ্যের সন্ধান করার জন্য যে সফটওয়্যার বা অ্যাপ ব্যবহার করা হয় তাকে সার্চ ইঞ্জিন বলে। গুগল, ইয়াহু, বিং সার্চ বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিন এর উদাহরণ। প্রশিক্ষনার্থীদের সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করে তাদের এলাকা সম্পর্কে কোন তথ্য খুঁজে বের করতে বলুন, না পারলে পুনরায় আলোচনা করুন এবং স্লাইডের মাধ্যমে এবং মোবাইল ফোন ব্যবহার করে সার্চ ইঞ্জিন এর টেক্সট বক্সে লিখে তথ্য খুজে বের করে দেখান। 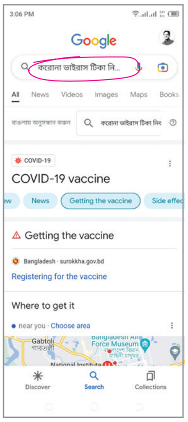 ১ম ধাপ ২য় ধাপ 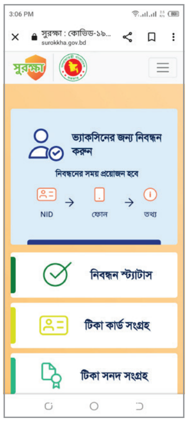 ৩য় ধাপ
অনলাইন মার্কেটপ্লেস ও আনন্দমেলা পরিচিতি	ধাপ - ৩ **অনলাইন মার্কেটপ্লেস ও আনন্দমেলা পরিচিতি ঃ** এই পর্বে একটি স্মার্টফোন এবং ল্যাপটপ বা কম্পিউটারের স্লাইডের মাধ্যমে অনলাইন মার্কেটপ্লেস সম্পর্কে ধারনা দেওয়া হবে এবং এর সাথে সাথে মার্কেটপ্লেস অ্যাপ আনন্দমেলা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করতে হবে। অংশগ্রহণকারীগন পূর্বে কোন অনলাইন মার্কেটপ্লেস ব্যবহার করে পন্য ক্রয় করেছে কি না সে সম্পর্কে জানুন। তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে বলুন। এরপর স্লাইডের মাধ্যমে অনলাইন মার্কেটপ্লেস কি এবং কিভাবে কাজ করে তার সমন্ধে ধারনা দিন।

আলোচনার বিষয়	পদ্ধতি
অনলাইন মার্কেটপ্লেস	স্লাইড প্রদর্শনের মাধ্যেমে নিম্মেলিখিত ভাবে বর্ণনা করুন - **অনলাইন মার্কেটপ্লেস ঃ** একটি অনলাইন মার্কেটপ্লেস (বা অনলাইন ই-কমার্স মার্কেটপ্লেস) হল এক ধরনের ই-কমার্স ওয়েবসাইট যেখানে এক বা একাধিক বিক্রেতা দ্বারা পণ্য বা বিভিন্ন প্রকার সেবার তথ্য প্রদান করা হয় এবং পন্য ও সেবা ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। একটি অনলাইন মার্কেটপ্লেসে বিক্রেতা তাদের পণ্য বা সেবা সুন্দর ভাবে প্রদর্শন করতে পারেন এবং ভোক্তা পণ্য বা সেবা ক্রয় করতে পারেন, সমস্ত লেনদেনগুলি মার্কেটপ্লেস অপারেটর দ্বারা নিয়ন্ত্রন করা হয় এবং তারপর অংশগ্রহণকারী খুচরা বিক্রেতা বা পাইকারী বিক্রেতাদের নিদ্দিষ্ট কমিশন বা সার্ভিস চার্জের মাধ্যমে তাদের পণ্য লিপিবদ্ধ করতে পারেন। সাধারণভাবে, যেহেতু মার্কেটপ্লেসগুলো বিভিন্ন বিক্রেতা বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পণ্যগুলিকে একত্রিত করে, তাই মার্কেটপ্লেসগুলোতে অধিক পরিমান পণ্য ও সেবা এক সাথে দেখা যায়। ২০১৪ সাল থেকে অনলাইন মার্কেটপ্লেসগুলি প্রচুর পরিমানে বিস্তার লাভ করেছে, কোভিড-১৯ এর সময়ে মানুষ ঘরের বাহিরে না গিয়ে মার্কেটপ্লেসের মাধ্যমে দুর-দুরান্ত থেকে কাঙ্খিত পণ্য হাতের কাছে পাবার জন্য অধিক পরিমানে অনলাইন মার্কেটপ্লেস ব্যবহার করেছে।
আনন্দমেলা	**আনন্দমেলা ঃ** জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) এর প্রকল্পের সহায়তায়; কোভিড-১৯ সময়ে ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে একটি অনলাইন ব্যবসায়িক প্ল্যাটফর্ম Anondomela চালু করেছে। লক ডাউন সময়কালে আনন্দমেলা অনেক উদ্যোক্তাকে তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার এবং বেঁচে থাকার সুযোগ দিয়েছিল। অনলাইন প্ল্যাটফর্মটি বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সদস্যদের সক্ষমতা বাড়াতেও চেষ্টা করেছে। পহেলা বৈশাখ, ঈদ, পূজা, ক্রিসমাস ইত্যাদি বিভিন্ন উৎসবকে লক্ষ্য করে আনন্দমেলা তাদের পণ্যের বিক্রি বৃদ্ধি করার কৌশল নিয়েছে। যদিও প্ল্যাটফর্মটিতে পুরুষ এবং মহিলা উভয় উদ্যোক্তা রয়েছে, তবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী উদ্যোক্তা (প্রায় ৮০%) এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তাদের অনলাইন ব্যবসা পরিচালনা করছেন। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রায় ৭০ মিলিয়ন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প রয়েছে, যার সাথে প্রায় ২৫ মিলিয়ন মানুষ জড়িত। কোভিড-১৯ সঙ্কট তাদের বেশিরভাগকে ব্যবসা বন্ধের ঝুঁকিতে ফেলেছে। Anondomela, যার অর্থ "সুখের মেলা", ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের তাদের ব্যবসা বাঁচিয়ে রাখার জন্য নতুন আশা নিয়ে এসেছে। অসংখ্য সংস্থা এবং বিক্রেতারা তাদের পণ্যগুলি আনন্দমেলা প্ল্যাটফর্মে আপলোড করেছে এবং প্রচার ও বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে তাদের বিজ্ঞাপন পোস্ট করেছে। প্ল্যাটফর্মটি একটি অলাভজনক উদ্যোগ হিসাবে তৈরি করা হয়েছে এবং লেনদেনে অংশ নেওয়ার জন্য বিক্রেতাদের থেকে কিছু চার্জ করে না। এটি একটি অনলাইন মার্কেটপ্লেস যা অনলাইনে ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের সরাসরি যুক্ত করে দেয়। যেহেতু এই অনলাইন বিক্রয় উদ্যোক্তাদের জন্য নতুন এবং অফলাইন এবং অনলাইনে ব্যবসা করার উপায় আলাদা, তাই আনন্দমেলা প্ল্যাটফর্ম এবং অন্যান্য ই-কমার্স বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দৃশ্যমান

আলোচনার বিষয়	পদ্ধতি
	হয়েছে। গত এক বছরেরও বেশি সময়ের অভিজ্ঞতা থেকে, ইউএনডিপি মনে করে যে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ তাদের ব্যবসা গড়ে তুলতে এবং প্রসারিত করতে, তাদের অনলাইন ব্যবসায়িক দক্ষতা বিকাশ করতে, এবং দীর্ঘমেয়াদে নিজেদের টিকিয়ে রাখতে সরকার, উন্নয়ন সংস্থা এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে পদ্ধতিগত সহায়তা প্রয়োজন। এই উদ্যোগে ইউএনডিপির মূলনীতি গুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে "কেউ পিছিয়ে থাকবে না"। এর পর স্লাইড প্রদর্শনী ও মোবাইলের মাধ্যমে আনন্দমেলা অ্যাপটি ডাউনলোড করতে হবে এবং অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যাদের স্মার্ট ফোন আছে তাদের আনন্দমেলা অ্যাপটি ডাউনলোড করে এর বিভিন্ন অংশ সম্পের্কে বর্ননা করতে হবে। 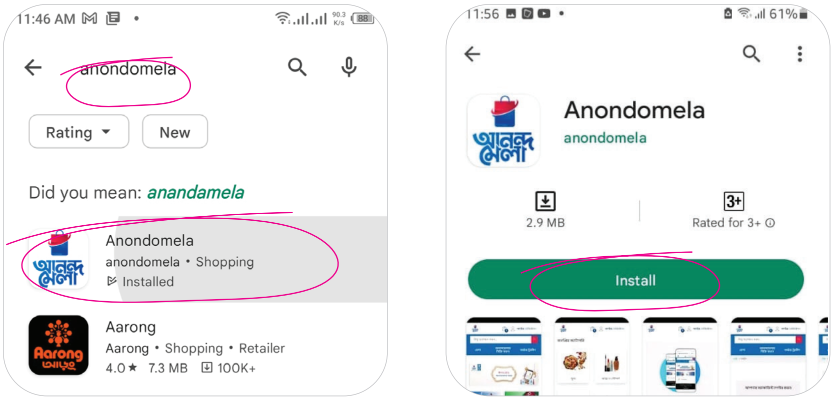 আনন্দমেলা অ্যাপটি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড ও ইনস্টল করুন
আনন্দমেলায় রেজিস্ট্রেশন	আনন্দমেলা অ্যাপটি অংশগ্রহণকারীদের মোবাইলে ইনস্টল সম্পন্ন হলে আমরা স্লাইড ও ভিডিও এর মাধ্যমে আনন্দমেলায় সেলার/উদ্যোক্তা হিসাবে রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি বর্ণনা করব। আনন্দমেলায় রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধন করার জন্য মোবাইলে একটি নিবন্ধন ফরম পূরন করা প্রয়োজন। সেখানে আমাদের নাম, মোবাইল নম্বর, ইমেল এড্রেস, ব্যবসায়ের নাম, ঠিকানা ইত্যাদি পূরন করা আবশ্যক। এরপর স্লাইড প্রদর্শনির মাধ্যমে নিম্মে উল্লেখিত ভাবে নিবন্ধন পদ্ধতি বর্ণনা করুন - (ক) অ্যাপ স্ক্রিনের উপরের ডানদিকে লগইন/রেজিষ্টেশন লেখা ট্যাপ করুন। 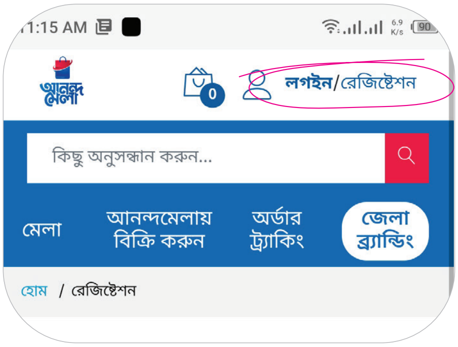

আলোচনার বিষয়	পদ্ধতি
	(খ) একটি রেজিষ্ট্রেশন ফরম আসবে এবার ফরমে উল্লেখিত তথ্যগুলি যথাযথ ভাবে পূরন করে নীচের ”আমি শর্তাবলী ও নীতিতে সম্মত” বক্সে ট্যাপ করে ”নিবন্ধন করুন” এ ট্যাপ করুন। আপনার মোবাইলে একটি ওটিপি নম্বর আসবে। অ্যাপে “OTP Varification” সম্পন্ন করার মাধ্যমে নিবন্ধন সম্পন্ন হবে। 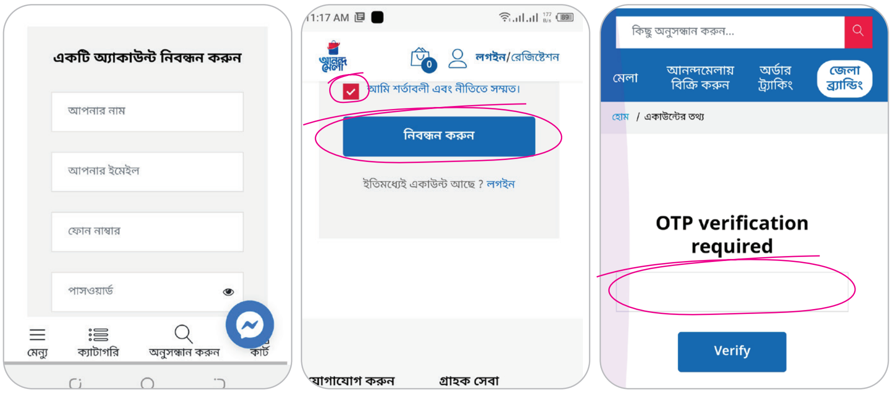
আনন্দমেলায় বিক্রেতা প্রোফাইল আপডেট করার প্রক্রিয়া	এই পর্বে অংশগ্রহণকারীদের আনন্দমেলা বিক্রেতা প্রোফাইল আপডেট করার প্রক্রিয়া স্লাইড প্রদর্শনির ও ভিডিও র মাধ্যমে নিম্মে উল্লেখিত ভাবে বর্ণনা করুন - (ক) অ্যাপ স্ক্রিনের উপরের বামদিকের মেন্যু আইকনে ☰ ট্যাপ করুন। মেনু থেকে ”সেটিংস্” ট্যাপ করুন। এরপর বিক্রেতা প্রোফাইল এ প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি আপডেট করুন, আপনার নাম, জেলা, ব্যবসায়ের নাম, পন্য, ব্যবসায়ের ধরন, মাসিক উৎপাদন ক্ষমতা সহ সকল তথ্যগুলি যথাযথ ভাবে পূরণ করুন এবং নীচের সবুজ বাটনে ট্যাপ করুন। সবুজ পন্য বিক্রেতাগন অবশ্যই “Became a Green Seller” বক্সে ট্যাপ করে ”হ্যাঁ” নির্ধারণ করবেন, অন্যথায় আপনার পন্যগুলি সবুজ পন্য হিসাবে আপলোড করতে পারবেন না। আপনার বিক্রেতা প্রোফাইল আপডেট সম্পন্ন হয়েছে। 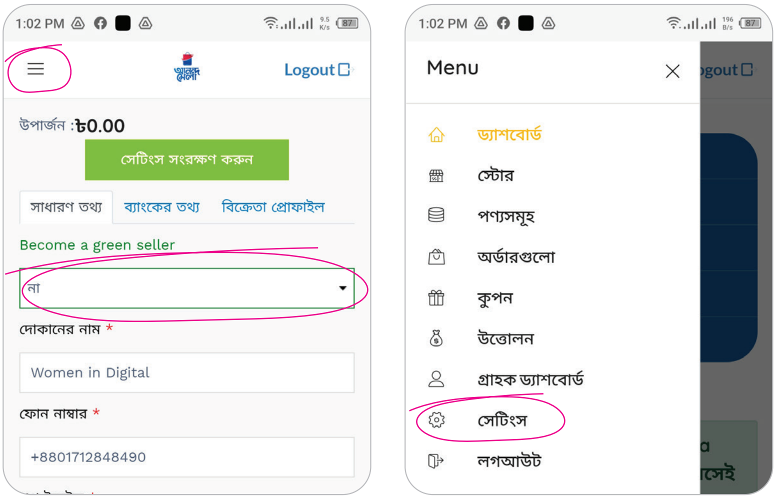

<table>
<tr><th>আলোচনার বিষয়</th><th>পদ্ধতি</th></tr>
<tr><td>আনন্দমেলার ক্যাম্পেইনে সবুজ পণ্য আপলোড করার পদ্ধতি</td><td>

আনন্দমেলার ক্যাম্পেইনে সবুজ পণ্য আপলোড করার পদ্ধতি ঃ

এই পর্বে আমরা শিখব কিভাবে একজন বিক্রেতা আনন্দমেলা অ্যাপে সবুজ পণ্য আপলোড করবেন। পণ্য আপলোড বা লিপিবদ্ধ করার জন্য প্রথমে আপনার বিক্রেতা প্রোফাইলে লগইন করুন। বিক্রেতা ড্যাশবোর্ডের উপরের বাম পাশে মেন্যুতে ট্যাপ করুন এবং মেন্যু থেকে উত্তোলন ট্যাবটিতে ট্যাপ করুন। আমাদের সামনে বিক্রেতার সকল পণ্যের তালিকা দেখা যাবে। তালিকার উপরের দিকে “Create” বাটনে ট্যাপ করুন। এখন আমরা পণ্য লিপিবদ্ধ করার জন্য একটি ফরম দেখতে পাবো। ফরমের ঘরগুলি সঠিক ভাবে পূরন করার জন্য পূর্বেই আমাদের পণ্যের সকল তথ্য গুলো যেমন, নাম, পণ্যের বর্ণনা, ওজন, মাপ, বিশেষ বৈশিষ্ট্য, রং, মূল্য ইত্যাদি একটি কাগজে লিখে নিলে সুবিধা হবে। সবুজ পন্য লিপিবদ্ধ করার জন্য অবশ্যই ”Categories” এর ক্ষেত্রে ”পরিবেশ বান্ধব পণ্যে”র ঘরে টিক মার্ক দিয়ে আসতে হবে।

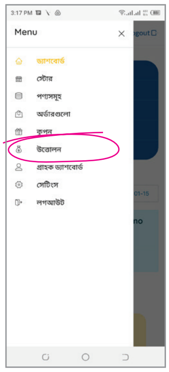

১ম ধাপ

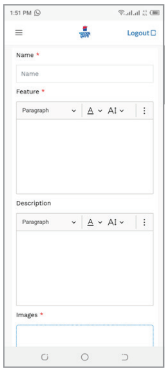

২য় ধাপ
(পণ্যের নাম, বিবরণ, বিশেষ বৈশিষ্ট্য)

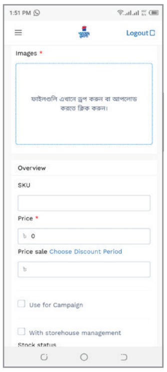

৩য় ধাপ
(পণ্যের ছবি সংযোজন ও মূল্য নির্ধারণ)

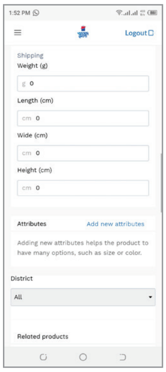

৪র্থ ধাপ
(পণ্যের ওজন ও পরিমাপ উল্লেখ)

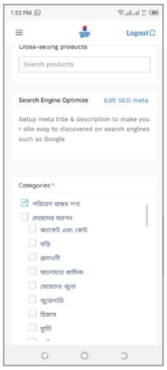

৫ম ধাপ
(পণ্যের ক্যাটাগরি নির্ধারণ, পরিবেশ বান্ধব পণ্যের ক্ষেত্রে অবশ্যই ”পরিবেশ বান্ধব পণ্য” টিক দিতে হবে।)

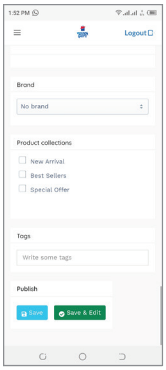

৬ষ্ট ধাপ
(পণ্যের বিবরণ সম্পন্ন হলে “Save” করুন)

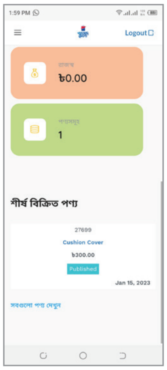

৭ম ধাপ
(নিবন্ধিত পণ্যর সঠিক হয়েছে কি না চেক করুন প্রয়োজনে “Edit” করুন)

অ্যাপটি ভালোভাবে বোঝার জন্য অংশগ্রহণকারীদের কে তাদের প্রোফাইল তৈরী করতে বলবেন, তাদের প্রোফাইল সম্পূর্ণ করে একটি পণ্য আপলোড করে দেখাতে পারেন।
</td></tr>
</table>

অধিবেশন ৫ - যোগাযোগ দক্ষতা ও কমিউনিকেশন অ্যাপ পরিচিতি

উদ্দেশ্য ঃ

এই অধিবেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা -

১। যোগাযোগ দক্ষতা ও কমিউনিকেশন অ্যাপ সম্পর্কে জানতে পারবেন

২। হোয়াটস্অ্যাপ, ফেসবুক, ম্যসেঞ্জার ও ইমো সম্পর্কে জানতে পারবেন

সময় ঃ ৪৫ মিনিট

পদ্ধতি ঃ আলোচনা, প্রশ্নউত্তর এবং ল্যাপটপ বা কম্পিউটারের সাথে প্রজেক্টরের মাধ্যমে স্লাইড প্রদর্শন

প্রশিক্ষণ উপকরণ ঃ ল্যাপটপ বা কম্পিউটার, প্রজেক্টর, সাদা ডিসপ্লে পর্দা, সাদা বোর্ড, মার্কার ও মোবাইল ফোন

আলোচনার বিষয়	পদ্ধতি
যোগাযোগ দক্ষতা ও কমিউনিকেশন অ্যাপ	ধাপ - ১ অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চান, তারা ফেসবুক, হোয়াটস্অ্যাপ বা অন্য কোন কমিউনিকেশন অ্যাপ আগে ব্যবহার করেছে, যারা ব্যবহার করেছে তাদের কাছে অ্যাপগুলির সমন্ধে জানতে চান। উত্তরগুলি সাদা বোর্ডে লিপিবদ্ধ করুন। এবং স্লাইডের মাধ্যমে উপাস্থপনা করুন -
হোয়াটস অ্যাপ	**হোয়াটস অ্যাপ ঃ** সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের বহুল ব্যবহৃত একটি অ্যাপ হলো হোয়াটস্অ্যাপ। ১৮০ টি দেশের দুই বিলিয়নেরও বেশি মানুষ হোয়াটস অ্যাপ ব্যবহার করে থাকেন। একটি স্মার্টফোন বা কম্পিউটার, ইন্টারনেট সংযোগ থাকলেই অ্যাপটি ব্যবহার করা যায়। স্মার্টফোনের মাধ্যমে অ্যাপটি ব্যবহার করতে হলে প্লে স্টোর বা অ্যাপ স্টোর থেকে অ্যাপটি ডাউনলোডের পর নাম, ফোন নাম্বার দিয়ে অ্যাকাউন্ট তৈরী করতে হবে। যেকোনো নতুন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্যে সেই নাম্বারটি ফোনের ফোনবুকে আগে সংরক্ষণ (সেভ) করে নিতে হবে। হোয়াটস্অ্যাপে অডিও এবং ভিডিও কলে বিনামূল্যে কথা বলা যায়। এখানে লিখিত এবং অডিও দুই ধরণের মেসেজই পাঠানো যায়। যেকোনো ছবি বা ভিডিও শেয়ার করা যায়। বিভিন্ন গ্রুপ খুলে প্রয়োজনীয় মানুষের দলগত ভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা যায়।
মেসেঞ্জার	**মেসেঞ্জার ঃ** মেসেঞ্জার হচ্ছে ফেসবুকের মেসেজিং অ্যাপ। মেসেঞ্জার অ্যাপটি ডাউনলোড করে ইন্সটল করার পর ইমেইল বা ফোন এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করা যাবে। এখানেও বিনামূল্যে অডিও এবং ভিডিও কলে কথা বলা যায়। লিখিত এবং অডিও দুই ধরণের মেসেজ পাঠানো যায়। যেকোনো ছবি বা ভিডিও শেয়ার করা যায়। বিভিন্ন গ্রুপ খুলে প্রয়োজনীয় মানুষের দলগত ভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা যায়।

আলোচনার বিষয়	পদ্ধতি
	ফেসবুক মেসেঞ্জারের সুবিধাসমূহ ঃ হোয়াটস্অ্যাপ এর মত এখানে কোন ফোন নাম্বার প্রয়োজন হয়না। কারো ফোন নাম্বার না জেনে শুধুমাত্র এই অ্যাপের মাধ্যমেই সবার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব। নোটিফিকেশন বন্ধ করে রাখা যায়। চাইলে কোন বিশেষ একজনের বা একটি গ্রুপের নোটিফিকেশনও বন্ধ করে রাখা যায়। লগ-আউট করা যায়। ফেসবুক বন্ধ করে রাখলে বা একাউন্ট অচল (ডি-একটিভ) করে রাখলেও মেসেঞ্জারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রাখতে পারবে। **ফেসবুক মেসেঞ্জারের অসুবিধাগুলো ঃ** তথ্যের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার নিশ্চয়তা নেই। ফেসবুক মেসেঞ্জারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অভিযোগ সম্ভবত ব্যক্তিগত তথ্যকে ব্যাবহার করে ব্যবসায়িক প্রচার। যেমন, আপনি আপনার কোন বন্ধুর সাথে মেসেঞ্জারে ঘড়ি কেনার ব্যাপারে কথা বলার পরে ফেসবুকে ঘড়ির বিজ্ঞাপন দেখতে পাবেন। এর কারন হলো আপনি ঘড়ি কেনার আগ্রহ দেখানোর সাথে সাথেই ফেসবুক জেনে গেলো আপনার ঘড়ি লাগবে। ফলে ঘড়ির বিজ্ঞাপন আপনার সামনে আসছে!
ইমো	**ইমো ঃ** বাংলাদেশে ইমো একটি জনপ্রিয় কমিউনিকেশন অ্যাপ। বাংলাদেশে বিশেষ করে প্রবাসীদের পরিবারের সদস্যরা বিদেশে যোগাযোগের জন্যে এই অ্যাপ বেশি ব্যবহার করেন। এই অ্যাপে সবচেয়ে আগে ভিডিও কলের অপশন থাকায় অনেক বেশি মানুষ ব্যবহার করেছে। ইমোতে টেক্সট মেসেজ পাঠানোর সুযোগ থাকলেও অনেকেই এই অ্যাপকে শুধুমাত্র ভিডিও কল করার অ্যাপ হিসেবেই জানেন। ইমো অ্যাপ ব্যবহার করার জন্য একটি স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট সংযোগ প্রয়োজন। **ইমোর সুবিধাগুলো ঃ** স্টিকার ও ইমোজি ব্যবহার করা যায়। কোন অপরিচিত বা খারাপ ব্যবহারকারী কাউকে ব্লক করতে পারবে। কাউকে ফোন করার সময় সে অনলাইনে থাকলে ''Ringing' এবং অফলাইনে থাকলে 'Calling' দেখাবে। ইমো ব্যবহার করতে অনেক কম মেমোরি স্পেসের প্রয়োজন হয়। **সামাজিক মাধ্যমে (ফেসবুকে, হোয়াটস্অ্যাপ) গ্রুপ তৈরি ঃ** সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, যেমন ফেসবুক ও হোয়াটস্অ্যাপে একইরকম উদ্দেশ্যে সমমনা লোকদের এক জায়গায় জড়ো হবার জন্যে গ্রুপ খোলার প্রয়োজন হয়। ধরুন একদল লোক যারা আলু চাষ করেন তারা সবাই মিলে আলু চাষের প্রয়োজনীয় আলোচনার জন্যে একটা গ্রুপ খুলতে পারে। এই গ্রুপের মাধ্যমে তাদের সবার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা খুবই সহজ হবে, আবার অন্য কেউ যদি আলু চাষ করতে চায় কিংবা আলুর রোগ ও তার প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করতে চায় তাহলে তারা এই ধরণের গ্রুপ যুক্ত হয়ে ভালো একটা কমিউনিটির অংশ হয়ে দ্রুত শিখতে পারবেন। একইভাবে পড়াশোনা, শখ, খেলাধুলা, চাকরি, ব্যবসা, উচ্চশিক্ষা ইত্যাদি উদ্দেশ্যে গ্রুপ খুলে পারস্পরিক যোগাযোগ তৈরি করা খুবই সহজ। চলুন জেনে নেয়া যাক কীভাবে ফেসবুক এবং হোয়াটস্অ্যাপ গ্রুপ খুলবেন।

আলোচনার বিষয়	পদ্ধতি
	এইপর্বে স্লাইডের মাধ্যমে এবং মোবাইল ফোন ব্যবহার করে অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে ফেসবুক ও হোয়াটস্অ্যাপ এ পৃথক পৃথক গ্রুপ খোলার মাধ্যমে তাদের প্রতিটি সমাজিক যোগাযোগ অ্যাপ সম্পর্কে ধারনা দিতে হবে। প্রয়োজনে একাধিক বার স্লাইড প্রদর্শন করে তাদের উৎসাহিত করতে হবে নিজেদের মধ্যে সমাজিক যোগাযোগ অ্যাপগুলি সঠিক ভাবে ব্যবহার করা শিখতে। অংশগ্রহণকারীদের নিজেদের মধ্যে হোয়াটস্অ্যাপ ও ফেসবুক মেসেঞ্জার ব্যবহার করে কথা বলতে উৎসাহিত করুন এবং অনলাইন মাধ্যম ব্যবহার করে ছবি ও ফাইল আদান প্রদান করতে ধারনা দিন। **ফেসবুকে গ্রুপ খোলার প্রক্রিয়া ঃ** • ইমেইল ও পাসওয়ার্ড দিয়ে ফেসবুক অ্যাকাউন্টে লগ ইন করতে হবে • তারপর Groups অপশনে ক্লিক করতে হবে • আপনি যেসব গ্রুপে আছেন সেসব গ্রুপের তালিকা আসবে তাঁর পাশে একটি অপশন আছে ‘Create Group’ নামে। এই অপশনে ক্লিক করুন। • এখানে ক্লিক করার পর গ্রুপ খোলার জন্য গ্রুপের নাম, কভার ছবি, প্রাইভেসি ঠিক করে পরের ধাপে যাবেন। • তারপর গ্রুপে সদস্য যুক্ত করার অপশন আসবে। যাদের যাদের যুক্ত করতে চান তাদের নাম খুজে বের করে যুক্ত করে দিবেন। • গ্রুপে সদস্য যুক্ত করে দিলেই গ্রুপ খোলা হয়ে গেলো। এরপর প্রয়োজনে গ্রুপের নিয়মকানুন, গ্রুপের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এসব বিষয় যুক্ত করে নিতে হবে। • আপনি গ্রুপ খুললে আপনি হবেন গ্রুপের এডমিন (প্রধান ব্যাক্তি) বাকি যারা থাকবে তারা সবাই হবে সদস্য। সদস্যদের মধ্যে কাউকে চাইলে এডমিন, মডারেটর বা এডিটর নিযুক্ত করতে পারবেন। **হোয়াটস্অ্যাপে গ্রুপ খোলার প্রক্রিয়া ঃ** • হোয়াটস্অ্যাপে গ্রুপ খোলার জন্যে শুরুতেই হোয়াটস্ অ্যাপে প্রবেশ করুন • ডান পাশে অপশনের চিহ্নে (আইকনে) ক্লিক করলে ‘New Group’ অপশন পাবেন • এখানে ক্লিক করলে নতুন গ্রুপে সদস্য যুক্ত করার অপশন আসবে। • যাদের যুক্ত করতে চান তাদের সকলকে যুক্ত করে তারপর গ্রুপের নাম দিয়ে নেক্সট ক্লিক করলেই গ্রুপ খোলা হয়ে যাবে। • এই গ্রুপে প্রয়োজনে আরো নতুন সদস্য যুক্ত করা যাবে। গ্রুপের নামও বদলানো যাবে।

অধিবেশন ৬ - ডিজিটাল নিরাপত্তা

উদ্দেশ্য ঃ

এই অধিবেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা -

১। ডিজিটাল নিরাপত্তা ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে জানতে পারবেন

২। ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কি কি বিষয় শেয়ার করা উচিৎ এবং কি বিষয় সম্পর্কে সাবধান থাকতে হবে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে পারবেন

সময় ঃ ৪৫ মিনিট

পদ্ধতি ঃ আলোচনা, প্রশ্নউত্তর এবং ল্যাপটপ বা কম্পিউটারের সাথে প্রজেক্টরের মাধ্যমে স্লাইড প্রদর্শন

প্রশিক্ষণ উপকরণ ঃ ল্যাপটপ বা কম্পিউটার, প্রজেক্টর ও মোবাইল ফোন

আলোচনার বিষয়	পদ্ধতি
ইন্টারনেট ব্যবহারের সতর্কতা এবং বর্জনীয় সমূহ	এই পর্বে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে ইন্টারনেট ব্যবহারের ভালো ও মন্দ দিক নিয়ে আলোচনা করতে হবে। প্রশিক্ষণর্থীদের বলুন - মোবাইল অথবা ডিজিটাল মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহারের ভালো ও খারাপ উভয় দিকই আছে। ইন্টারনেট ব্যবহারে আমরা সতর্কতা অবলম্বনের মাধ্যমে খারাপ দিকগুলো এড়িয়ে চলতে পারি। প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে জানতে চান, ইন্টারনেটের খারাপ দিক কি কি হতে পারে বা অনিয়ন্ত্রিত ইন্টারনেট ব্যবহারে আমাদের কিভাবে ক্ষতি হতে পারে। একটি গল্পের মাধ্যমে আলোচনা শুরু করুন - আজমনপুর গ্রামের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী মাজেদা করোনার সময়ে সকল স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্কুল থেকে অনলাইনে ক্লাস পদ্ধতি চালু করার ঘোষনা দেয়। মাজেদার বাবা ক্লাস করার জন্য মাজেদাকে একটি স্মার্টফোন কিনে দেন। অনলাইনে ক্লাস গুলোতে অংশ নেওয়া, ক্লাস সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য জানা, এবং বাড়ির কাজ জমা দেওয়ার জন্য মাজেদাকে বিভিন্ন অনলাইন মাধ্যমে যুক্ত হতে হবে। যেমন - প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট আকাউন্টে সংযুক্ত হয়ে পূর্বে ধারণকৃত বিভিন্ন ক্লাস দেখতে পাবে, জুম ব্যবহার করে নিয়মিত ক্লাসে অংশ নিতে পারবে, হোয়াটস্অ্যাপের সাহায্যে ক্লাস সংক্রান্ত যোগাযোগ রক্ষা করবে। আমরা এটা বলতে পারি মাজেদাকে নিয়মিত ইন্টারনেট ভিত্তিক সেবা সমূহ ব্যবহার করতে হবে। যেহেতু মাজেদা আগে কখনোই ইন্টারনেট ভিত্তিক পরিষেবা গ্রহণ করেনি, তাই মাজেদার বাবা ও মা তাকে ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে এবং কিছু কাজ বর্জনের জন্য পরামর্শ দেন । যেমন - ১। **ব্যক্তিগত তথ্য সীমিত ও সীমাবদ্ধ রাখা ঃ** মাজেদার মা তাকে অপরিচিত কারো সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত তথ্য, যেমন ছবি, ভিডিও ,বাড়ির ঠিকানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পারিবারিক আয় এই সব বিষয়ে তথ্য প্রদান করার ক্ষেত্রে সতর্ক করেন। ২। **নিরাপদ ব্রাউজিং ঃ** বিভিন্ন সময়ে অপরিচিত উৎস থেকে অনেক ধরণের লোভনীয় অফার (প্রস্তাব) আসে। এগুলো অনেক সময় অনেক রকমের ফাঁদে পরিণত হয়। যেমন অনেক

আলোচনার বিষয়	পদ্ধতি
	সময় লোভনীয় প্রস্তাব দিয়ে বিভিন্ন লিংকে ক্লিক করতে উৎসাহিত করে থাকে। তাই, নিরাপদ ব্রাউজিং নিশ্চিত করতে অপরিচিত উৎসের কোনো লিংকে ক্লিক করা যাবে না। ৩। **কোনো কিছু ডাউনলোড করার ক্ষেত্রে সাবধান থাকা ঃ** অনলাইন ভিত্তিক বিভিন্ন কাজের জন্য মাজেদাকে প্রয়োজন অনুসারে এপ্লিকেশন, তথ্য, ছবি, ভিডিও ডাউনলোড করতে হতে পারে। কোনো কিছু ডাউনলোড করার আগে মাজেদাকে অবশ্যই সেটি সম্পর্কে রিভিউ পড়ে নেওয়া জরুরি। প্রয়োজনে মাজেদা তাঁর শিক্ষক, পিতামাতা অথবা পরিবারের কারো সাহায্য নিতে পারে। ৪। **কিছু শেয়ার করার ক্ষেত্রে সতর্কতা ঃ** কোনো তথ্য শেয়ার করার আগে মাজেদার উচিৎ হবে প্রথমে তথ্যের সত্যতা যাচাই করা এবং তথ্যের উৎস সঠিক ও নির্ভরযোগ্য কিনা তা খতিয়ে দেখা। ৫। **অপরিচিত কারো সাথে মেশার ক্ষেত্রে সতর্কতা ঃ** অপরিচিত বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে আসার সবচেয়ে সহজ মাধ্যম হলো ইন্টারনেট। দুষ্টু মানুষেরা তাই ইন্টারনেটে নতুন নতুন প্রতারণার ফাঁদ পেতে রাখে। ইন্টারনেটে কোনো মানুষের সংস্পর্শে আসলে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির আগে তাই প্রথমে মানুষটির নির্ভরযোগ্যতা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে মাজেদাকে নিশ্চিত হতে হবে। প্রশিক্ষণার্থীদের গল্পটি বলার পর তাদের কাছে জানতে চান, মাজেদাকে কি কি বিষয়ে তার মা বাবা সাবধান করেছিল, সকলের উত্তরগুলো শুনুন এবং সর্তকতার কারন ও উপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করুন। এই ধরনের সাবধানতা মাজাদার জন্য ভালো কিংবা খারাপ তা বিভিন্ন দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করুন। তারপর আবার শুরু করুন - উলেখিত সতর্কতা পরামর্শের আলোকে মাজেদার জন্য বর্জনীয় কাজ গুলো হলো - ১। ব্যক্তিগত তথ্য পরিচিত-অপরিচিত কাউকেই অতিমাত্রায় প্রদান করা। ২। নিজের ব্যক্তিগত তথ্য সর্বসাধারণের অনুপ্রবেশ আছে এমন কোথাও শেয়ার করা। ৩। অনিরাপদ উৎস থেকে আসা কোনো লোভনীয় ফাঁদে পা দেওয়া। বিশেষ করে অনিরাপদ লিংক ও অ্যাটাচমেন্টে ক্লিক করা। ৪। অপরিচিত, রেজিস্ট্রেশন বিহীন এবং সন্দেহজনক উৎস থেকে তথ্য , ছবি, ভিডিও বা এপ্লিকেশন ডাউনলোড করা। ৫। কোনো কিছু শেয়ার করার আগে তথ্যের সত্যতা এবং উৎসের যথার্থতা যাচাই না করা। ৬। অনলাইনে অবাধ মেলামেশা করা, অপরিচিতদের সাথে ঘনিষ্ঠতা রাখা, ইত্যাদি।

আলোচনার বিষয়	পদ্ধতি
ডিজিটাল পরিমণ্ডলে নিজের পদচিহ্ন	প্রশিক্ষণার্থীদের ডিজিটাল পরিমন্ডলে নিজের পদচিহ্ন বা ফুটপ্রিন্টের ব্যাপারে সচেতন থাকা নিয়ে বিশদ আলোচনার শুরুতেই তাদের জিজ্ঞেস করুন - আপনারা কেউ কখনো খালি পায়ে বৃষ্টির দিনে ভেজা মাটিতে হেঁটেছেন? উত্তরগুলো শোনার পরে তাদের বলুন - তাহলে নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন যে নরম কাদা জুড়ে আপনার পায়ের ছাপ বা পদচিহ্ন পড়ে রয়েছে। তেমনি ইন্টারনেট ব্যবহার করলেও আমাদের পায়ের ছাপ পড়ে। ইন্টারনেট ব্যবহার করে আপনি দূর দূরান্তের মানুষের সাথে যোগাযোগ করেন এবং বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণ করে থাকেন। এইভাবে ইন্টারনেটে আপনার নেওয়া যেকোনো পদক্ষেপ বা কাজ একটি ছাপ বা পদচিহ্ন তৈরি করতে পারে। এ ঘটনাকে বলা হয় ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট। অনলাইনে বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে আমরা আমাদের নিজের সম্পর্কে যে কিছু তথ্য এই ডিজিটাল পরিমন্ডলে রেখে যাই (যেমন- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছবি এবং পোস্ট শেয়ার, বিভিন্ন এপ্লিকেশন, ইমেইল, এবং ওয়েবসাইট ব্যবহার) তাকেই ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট বলে। ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট এর ব্যাপারে অবশ্যই আমাদের সবার সচেতন থাকা উচিৎ। এতে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যক্তিগত মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকে, স্পর্শকাতর তথ্য হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ডিজিটাল পরিমন্ডলে নিজের পদচিহ্ন বা ফুটপ্রিন্টের ব্যাপারে সচেতন থাকা সম্ভব। পদক্ষেপগুলো বিশ্লেষণ করলে ডিজিটাল ফুটপ্রিন্টের ব্যাপারে সচেতন থাকার গুরুত্ব বোঝা যায়। যেমন- ১। তথ্য সংগ্রহ অথবা জমা রাখে এমন সাইটগুলো যেমন, যে কোন অনলাইন ক্রয় -বিক্রয়ের সাইট (ডারাজ.কম, রকমারি.কম, ইত্যাদি), সোশ্যাল মিডিয়া সাইট (ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটক ইত্যাদি) থেকে নিজের প্রয়োজনীয়, ব্যক্তিগত এবং স্পর্শকাতর তথ্যগুলো মুছে ফেলুন। এতে করে কোনো থার্ড পার্টি, বা অনৈতিক বিজ্ঞাপন দাতা প্রতিষ্ঠান আপনার কাছে পৌঁছাতে পারবে না। উল্লেখ করা যেতে পারে, আমরা যদি গুগল বা অন্য কোন সার্চ ইঞ্জিনে কোন পণ্যের ব্যাপারে কয়েকবার খোঁজ করি তাহলে আমাদের ফেসবুক ও অন্যান্য সোশ্যাল মাধ্যমে সেই পণ্যের বিজ্ঞাপন দেখতে পাই, কারন ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট। ২। কেনাকাটার জন্য অথবা সামাজিক যোগাযোগের জন্য তৈরি করা অপ্রয়োজনীয় অ্যাকাউন্ট ডিলিট অথবা বন্ধ করে ফেলুন। এর ফলে কোনো অতীত কাজের অথবা ব্যক্তিগত মুহুর্তের তথ্য বেহাত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে। ৩। জরুরি প্রয়োজনে কোনো ওয়েবসাইটে ব্যক্তিগত তথ্য যেমন আইডি কার্ড নম্বর, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর প্রদান করে থাকলে, কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে এই সকল তথ্য ওয়েবসাইট থেকে মুছে ফেলতে হবে। এর ফলে আপনার অর্থনৈতিক স্পর্শকাতর তথ্য বেহাত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে।

আলোচনার বিষয়	পদ্ধতি
	৪। ফেসবুক ব্যবহার করে কোনো থার্ড পার্টি অ্যাপে (যেমন, বিভিন্ন অনলাইন গেম বা ইমেজ এডিটিং অ্যাপ) লগ ইন করব না। বিভিন্ন কারনেই আমরা থার্ড পার্টি অ্যাপ থেকে সেবা গ্রহন করে থাকি। এসব অ্যাপে লগ-ইন করার জন্য ফেসবুকের ব্যবহার বহুল প্রচলিত। কিন্তু, এটি একটি ক্ষতিকর অভ্যাস। এর ফলে আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টের লগ-ইন তথ্য বেহাত হয়ে যেতে পারে। সর্বোপরি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় তথ্য শেয়ার করার মাধ্যমেই ফুটপ্রিন্ট নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব। এর ফলে ব্যক্তিগত তথ্য বেহাত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে।
অ্যাকাউন্ট তৈরি ও লগইন ক্ষেত্রে সতর্কতাবাণী ও পাসওয়ার্ড নির্বাচন	**অ্যাকাউন্ট তৈরি ও লগইন ক্ষেত্রে সতর্কতাবাণী ও পাসওয়ার্ড নির্বাচন ঃ** এবার প্রশিক্ষণার্থীদের একটি গল্প বলা শুরু করুন। রিতা একজন ফুড ব্লগার। নতুন নতুন খাবারের দোকানের চমকপ্রদ সব খাবারের রিভিউ ভিডিও বানানোর কারণে তার পরিচিতি বেড়েই চলেছে। হঠাৎ একটি বিজ্ঞাপন দেখে রিতা জানতে পারে যে, একটি নতুন অ্যাপের মাধ্যমে তার ফেসবুক-ইউটিউব অ্যাকাউন্টগুলো ব্যবহার করলে তার বানানো ভিডিওগুলো আরো দ্রুত মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। খুব বেশি চিন্তাভাবনা ছাড়াই রিতা অ্যাপটি ডাউনলোড করে ব্যবহার করা শুরু করলো। অ্যাপটি ব্যবহার করার জন্য তাকে ফেসবুক-ইউটিউব একাউন্টের সকল তথ্য (লগ-ইন তথ্য যেমন, পাসওয়ার্ড, ইমেইল, মোবাইল নম্বর, ইত্যাদি) প্রদান করতে হলো। এর কয়েক মুহূর্ত পরেই রিতা ফেসবুক এবং ইউটিউব অ্যাকাউন্টটি হ্যাকিং এর শিকার হলো। এখন প্রশিক্ষণার্থীদের জিজ্ঞেস করুন এমন কোনো ঘটনা তাদের অথবা তাদের পরিচিত কারো সাথে হয়েছে কিনা। এমন কোনো ঘটনা কারো জানা থাকলে সকলের সামনে উপস্থাপন করতে বলুন। ঘটনা শেষে এবার প্রশিক্ষণার্থীদের বলুন - সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো অসতর্ক ভাবে ব্যবহারের কারণে নানারকম ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছেন অনেকেই। ফলে ব্যক্তিগত তথ্যাদি বেহাত হওয়ার পাশাপাশি অনেকেই আর্থিক ও সামাজিক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হচ্ছেন। মূলত একাউন্ট তৈরি বা লগ-ইন করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন না করার কারণেই তারা বিভিন্ন ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছেন অনেকে। তাই অনলাইনে বিভিন্ন কাজের জন্য একাউন্ট তৈরি বা লগ-ইন করার ক্ষেত্রে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। এবার অ্যাকাউন্ট তৈরি ও লগ-ইন করার সময়ে যে বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে (নিচে উলেখিত) সেগুলো প্রশিক্ষণার্থীদের ভালো ভাবে বুঝিয়ে দিন। **অ্যাকাউন্ট তৈরি করার সময়ে যে বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে ঃ** ১। একটি শক্তিশালী এবং অনন্য (ইউনিক) পাসওয়ার্ড বাছাই করতে হবে।

আলোচনার বিষয়	পদ্ধতি
	২। টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন (জি মেইল, ইয়াহু, ফেসবুক, হোয়াটস্‌আপ, টুইটার ইত্যাদি অ্যাকাউন্ট সুরক্ষার বাড়তি একটি ধাপ) এর মাধ্যমে অ্যাকাউন্টের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। ৩। নাম, ফোন নম্বর, ইমেল ঠিকানাসহ সকল ব্যক্তিগত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করার সময়ে সাবধান থাকতে হবে। **অ্যাকাউন্টে লগ-ইন করার সময়ে যে বিষয় গুলো মনে রাখতে হবে ঃ** ১। আপনার ব্যক্তিগত ও গোপনীয় তথ্য সমূহ ব্যবহার করে লগ-ইন করার ক্ষেত্রে ঐ ইন্টারনেট পাটফর্মটি যথাযথ গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করতে হবে। ২। সন্দেহজনক লিংকসমূহ ব্যবহার করা অথবা এসব লিংকে প্রবশ করতে অ্যাকাউন্টের তথ্য ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। ৩। পাবলিক (গণ) ওয়াইফাই ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাবধানতা মেনে চলতে হবে। যেমন ফ্রি ওয়াইফাই চালিয়ে কখনোই অনলাইন ব্যাংকিংয়ের কাজ করা উচিত নয়। সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার এড়িয়ে যাওয়াটাই সবচেয়ে নিরাপদ। ইমেইল লগ ইন না করাটাই নিরাপদ হবে। ৪। বন্ধু বা অপরিচিত মানুষের মোবাইল ব্যবহার করলে অথবা ব্যক্তিগত ডিভাইস ছাড়া অন্য কোথাও একাউন্ট লগ ইন করে থাকলে অবশ্যই কাজ শেষে লগ-আউট করতে হবে। **অ্যাকাউন্টের জন্য পাসওয়ার্ড নির্বাচনের সময়ে যে বিষয় গুলো মনে রাখতে হবে ঃ** অ্যাকাউন্ট তৈরি ও লগ-ইন করার সময়ে যে বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে সেগুলো প্রশিক্ষণার্থীদের শেখানোর পর তাদের পাসওয়ার্ড নির্বাচন নিয়ে ধারণা দিতে হবে। তাদের বলুন অনেকেই পাসওয়ার্ড নির্বাচন করার সময় বিশেষ গুরুত্ব দেন না। যা কখনোই উচিত না। এক গবেষণায় দেখা গেছে অনেকেই তাদের সোশ্যাল মিডিয়া অথবা এম এফ এস অ্যাকাউন্টগুলোর পাসওয়ার্ডও অন্যের মাধ্যমে তৈরী করেন আর পরবর্তীতে সেগুলো পরিবর্তনও করেন না। এমন ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্টগুলো হ্যাক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের আবার নিচে উল্লেখিত নিয়ম গুলো এক এক করে বুঝিয়ে বলুন - ১। অক্ষর, সংখ্যা এবং কীবোর্ড সংকেতসমূহের সমন্বয়ে পাসওয়ার্ড নির্বাচন করলে তা অন্যদের পক্ষে ধারণা করা কঠিন হয়ে থাকে। ২। ইংরেজি অক্ষর ব্যবহারের ক্ষেত্রে ছোট ও বড় হাতের অক্ষর একসাথে ব্যবহার পাসওয়ার্ডটিকে আরো শক্তিশালী করবেন। ৩। নিজের নাম বা জন্মদিন, জন্মের সাল, ফোন নাম্বার ইত্যাদি তথ্যের ব্যবহার পাসওয়ার্ডকে দুর্বল করে ফেলে। কারণ, তা অন্যদের পক্ষে জানা সহজ।

আলোচনার বিষয়	পদ্ধতি
	৪। কমপক্ষে ৮ টি অক্ষর ব্যবহার করুন। সংখ্যা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরলধারা (যেমন ১১১, ৯৯৯, ১২৩) ব্যবহার না করাই উত্তম। ৫। অনলাইনে সকল পরিষেবা গুলোর জন্য একটি পাসওয়ার্ড পুনর্ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। ৬। কোনো অবস্থাতেই অন্যদের সাথে পাসওয়ার্ড শেয়ার করা যাবে না। **বিদ্যমান আইনানুসারে অনলাইনে ক্ষতির শিকার হলে করণীয় ঃ** একটি গল্প দিয়ে শুরু করুন, বসিরহাট পৌরসভার চেয়ারম্যান জরিনা বেগমের ছবি ব্যবহার করে ভুয়ো নম্বর থেকে হোয়াটস অ্যাপ অ্যাকাউন্ট খুলে বিভিন্ন সময়ে দিনে ও রাতে বিভিন্ন মেসেজ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠে। এমনকি পৌরসভার সরকারি কর্মীদেরও ওই নম্বর থেকে মেসেজ করা হচ্ছে, এমনকি টাকাও চাওয়া হচ্ছে। ফলে একদিকে সরকারি কাজে বাধা পড়ছে অন্যদিকে চেয়ারম্যানের নামে কুৎসা হোয়াটস অ্যাপের মতো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে বসিরহাট পৌরসভা এলাকায়। অপর গল্প, 'হ্যালো, আমি বিকাশ থেকে বলছি। আপনার বিকাশে সাত হাজার টাকা ঢুকেছে। আপনার একাউন্টে একটু সমস্যা হয়েছে। এটি বন্ধ করে দেয়া হবে। যদি সঠিক তথ্য দিতে পারেন তবে আপনার একাউন্টটি সচল রাখা হবে।' বিকাশ একাউন্টধারীদের নিকট এভাবে ফোন করেই প্রতারণা পর্ব শুরু করে প্রতারকেরা। এজন্য প্রতারকরা গ্রাহকের সর্বশেষ লেনদেনের তথ্য জেনে সেগুলো জানায়। এতে ওই একপ্রকার বিশ্বাস জন্মায় যে, ফোনটি বিকাশ অফিস থেকেই করা হয়েছে। এরপর গ্রাহকের ভোটার আইডি কার্ডের নাম, নম্বর, পিতার নাম জানতে চায়। বলা হয় আপনার নাম্বারে একটি ম্যেসেজ যাবে, পিন নাম্বারটি বলুন। এটুকুই প্রতারণার কৌশল। এরপর একটি ম্যাসেজ আসলো সাত হাজার টাকা ক্যাশ আউটের। ব্যাস, যা করার এর মধ্যেই প্রতারক করে ফেলেছে। গ্রাহককে দ্বিধাদ্বন্ধের মধ্যে ফেলে এভাবেই তারা টাকা হাতিয়ে নেয়। শুধু বিকাশে নয় সকল প্রকার এম এফ এস -এর নাম ধরে প্রতারকরা ফোন করছে আর এমন ধরণের প্রতারণার শিকার হচ্ছে সাধারণ মানুষ। ডিজিটাল পরিমন্ডলে সতর্ক থাকার পরেও বিভিন্ন ক্ষতির শিকার হয়ে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। এত এত ওয়েবসাইট, অ্যাপ, লিংকের মধ্যে কোনটা আসল আর কোনটা প্রতারণা তা বোঝা বেশ কঠিন। অনলাইনে যৌন হয়রানি, একাউন্ট হ্যাকিং, অশালীন আচরণ, ছবি এডিট করে অশীল প্রচারণা, ছদ্মবেশে সম্পর্কের ফাঁদে ফেলার মত ব্যাপার গুলো সমাজে অহরহই ঘটছে। ডিজিটাল মাধ্যমে চাইলে কারো ব্যাপারে নেতিবাচকভাবে প্রচারণা করা সম্ভব। এত সহজে যে ব্যাপার গুলো অপরাধীরা ঘটাচ্ছে সে গুলো আইনের আওতায় না আসার কারণে দিন দিন এর পরিমান বেড়েই চলেছে। তাছাড়া বিকাশ/নগদ জালিয়াতির কারণে, লটারি জেতার কথা শুনে বা অমুক ওয়েবসাইটে এত গুলো ক্লিক করলে এত টাকা উপার্জনের প্রলোভনে ব্যক্তিগত তথ্য

আলোচনার বিষয়	পদ্ধতি
	এবং টাকাপয়সা হারাচ্ছেন অনেকেই। এভাবে ক্ষতিগ্রস্থদের বেশিরভাগই সামাজিকভাবে অপমানিত হবার ভয়ে অথবা নিজেই অবহেলা করে কতৃপক্ষের মাধ্যমে অপরাধীকে শাস্তির আওতায় আনেন না। যার ফলে পার পেয়ে গিয়ে ঐ অপরাধী আবারো নতুন করে অন্য কারো ক্ষতি করছে। আলোচনা শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের জিজ্ঞেস করুন তাদের মাঝে কেউ এমন কোনো প্রতারণার শিকার হয়েছিলেন কি না। যদি কেউ এমন প্রতারণার শিকার হয়ে থাকে তাহলে তাকে তার অভিজ্ঞতা সবার সাথে শেয়ার করতে বলুন। প্রশিক্ষণার্থীদের সতর্কতা বাণী গুলো ভালো ভাবে বুঝিয়ে বলুন। **অনলাইনে অপরাধের শিকার হলে আমরা কীভাবে পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারি সেই বিষয়ে নিচে আলোচনা করা হলো** ১। **সময়ক্ষেপণ না করে ঘনিষ্ঠ কাউকে জানান:** যখনই বুঝতে পারবেন যে আপনি সাইবার ক্রাইমের শিকার হয়েছেন তখনই ঘনিষ্ঠ কাউকে বিস্তারিত জানান। সে হতে পারে এমন কেউ যে আপনার পরিস্থিতি বুঝবে এবং আপনাকে দোষারোপ না করে সমস্যাটা সমাধানের চেষ্টা করবে। ২। **প্রমাণ রাখুন:** অপরাধের যেসব প্রমাণ আপনার হাতে আছে সেসব স্ক্রিনশট নিয়ে এবং সম্ভব হলে ইউআরএল সহ সেইভ করে রাখুন। কারণ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে এগুলো আপনার কাজে লাগবে। সম্ভব হলে বিশ্বাসযোগ্য কাউকে এই প্রমাণগুলো পাঠিয়ে রাখুন। ৩। **অপরাধীকে ব্লক করে দিন:** অপরাধীর সাথে সকল প্রকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করুন। ফোনে কল ও মেসেজ ব্লক করে দিন এবং সেই সাথে অন্যান্য মাধ্যমগুলোতেও ব্লক করে দিন। ৪। **আপনার ব্যবহৃত ডিজিটাল প্লাটফর্মের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করুন:** যদি আপনার মনে হয় যে আপনার অ্যাকাউন্ট অনলাইনে ফিশিং, হ্যাকিংয়ের শিকার হয়েছে তাহলে সাথে সাথেই আপনার অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করে ফেলুন। টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন বা পাসওয়ার্ডের পাশাপাশি দ্বিতীয় একটি মাধ্যম, যেমন আপনার ফোনে এসএমএস ও ইমেইলে নিশ্চিত হয়েই অ্যাকাউন্টে প্রবেশের অনুমতি দেয়ার ব্যবস্থা চালু করুন। এক্ষেত্রে কেউ আপনার পাসওয়ার্ড পেয়ে গেলেও অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করতে গেলে আপনার কাছে মেইল বা মেসেজ চলে আসবে। ৫। **জিডি করে রাখুন:** নিকটস্থ থানায় অপরাধের বিবরণসহ একটি জিডি করে রাখুন। তাহলে পুলিশের কাছে এই অপরাধের একটা রেকর্ড থাকবে। ৬। **ভিক্টিমের পাশে থাকুন:** আপনার পরিবারের বা বন্ধুদের মধ্য কেউ সাইবার অপরাধের শিকার হলে তাকে দোষারোপ না করে তার পাশে থাকুন। কারণ দোষারোপ করলে আপনাকে এই ব্যাপারে বিস্তারিত নাও জানাতে পারে। সেক্ষেত্রে আইনী সহায়তা নেয়া কঠিন হয়ে যাবে।

আলোচনার বিষয়	পদ্ধতি
	৭। **দ্রুত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করুন:** যিনি অপরাধের শিকার হন তার পক্ষে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া কষ্টসাধ্য। কেননা মানসিক আঘাত ও অস্থিরতা কাটিয়ে উঠে সহজে ব্যবস্থা নেয়া খুবই কঠিন। তারপরেও যত দ্রুত সম্ভব আইনগত ব্যবস্থা নেয়া উচিত। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখতে পারেন ভিক্টিমের কাছের লোক যারা এই ব্যাপারটা জানেন। ৮। **সাইবার ক্রাইম নিয়ন্ত্রণে যুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করুন:** সরাসরি থানায় গিয়ে মামলা করা যেতে পারে, তবে পুলিশের যেসব ইউনিট সাইবার ক্রাইম নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে তাদের কাছে গেলে ফলাফল পাবার সম্ভাবনা বেশি। যেমন - নারীদের জন্য আছে পুলিশের ফেসবুক পেইজ 'Police Cyber Support for Women সংক্ষেপে PCSW' (লিঙ্ক https://www.facebook.com/PCSW.PHQ)। এছাড়া সাইবার ক্রাইম নিয়ে কাজ করে ডিএমপি-র কাউন্টার টেরোরিজম ডিভিশনের 'সাইবার ক্রাইম ইউনিট'। অনলাইনে মানুষ ছোটখাট কিছু অপরাধ করে, যেগুলো তারা সরাসরি হয়তো করতো না। এর পিছনে একটি কারণ সম্ভবত এইখানে মানুষের সাথে মুখোমুখি ঝামেলায় জড়ানোর সম্ভাবনা নেই। ভার্চুয়াল জগত তাদের মুখোশের মত কাজ করে। ফেইক অ্যাকাউন্ট খুলে অনেক অপরাধই এভাবে ঘটে চলেছে। আমরাও এগুলো আইনের আওতায় আনি না। এমনকি এসবের শিকার হয়েও অনেক ক্ষেত্রে আইনী ব্যবস্থায় না গিয়ে ভিন্নভাবে সমাধানের চিন্তা করি। এসবের মাধ্যমে আমরা অপরাধীর জন্য নিশ্চিন্ত পরিবেশই তৈরি করছি আসলে।

অধিবেশন ৭ - প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন এবং পরিসমাপ্তি

উদ্দেশ্য ঃ

এই অধিবেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা -

১। প্রশিক্ষণ থেকে কি কি শিখেছেন তা বলতে পারবেন

২। প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষন তাদের বাস্তব জীবনে কাজে লাগানোর জন্য কর্ম পরিকল্পনা তৈরী করতে পারবেন

সময় ঃ ১৫ মিনিট

পদ্ধতি ঃ আলোচনা, প্রশ্নউত্তর ও দলীয় অনুশীলন

প্রশিক্ষণ উপকরণ ঃ ল্যাপটপ বা কম্পিউটার, প্রজেক্টর ও মোবাইল ফোন

<table>
<tr><th>আলোচনার বিষয়</th><th>পদ্ধতি</th></tr>
<tr><td></td><td>
প্রশিক্ষণার্থীদের বলুন আমরা এখন ছোট একটি কাজ করব। আমরা সারা দিন একত্রে ছিলাম এবং একে অপরের কাছ থেকে অনেক কিছু জেনেছি। এখন আমাদের সেগুলো কাজে লাগিয়ে নিজেদের দলকে শক্তিশালী করতে হবে।
আমরা সারা দিন যে প্রশিক্ষণে এখানে ছিলাম তার একটা মূল্যায়ন বা প্রশিক্ষণ কেমন হয়েছে সে সম্পর্কে আমরা এখন জানব। আমি সাদা বোর্ডের পিছনে একটি ছক মূল্যায়নের জন্য রেখেছি। আমরা একজন একজন করে বোর্ডের পিছনে যাব এবং আমাদের মতামত ভোটের মাধ্যমে দিব।
এবার অংশগ্রহণকারীদের টিপের পাতা দিয়ে দিন এবং বলুন আপনারা যে ঘরে ভোট দিতে চান সে ঘরে একবটি করে টিপ বসিয়ে দিয়ে আসবেন।
মূল্যায়ন ফরমের নমুনা ঃ
<table>
<tr><th>খুব ভালো</th><th>ভালো</th><th>সন্তোষজনক</th><th>ভালো না</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
মূল্যায়নের পরে যদি কোন সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তা বা জনপ্রতিনিধি থাকেন তবে তাদের বা প্রশিক্ষাণীর্থীদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিয়ে প্রশিক্ষণ শেষ করুন।
</td></tr>
</table>

স্বপ্ন

Strengthening Women's Ability for Productive New Opportunities Project

Project Office:
Local Government Division, MoLGRD&C
IDB Bhaban (Ground Floor), E/8-A Rokeya Sharani, Sher-e-Bangla Nagar
Agargaon, Dhaka 1207

www.swapno-bd.org